মধ্য যুগীয় ওডিশার জৈন কলা

মধ্যযুগীয় ওডিশার জৈনকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য উতকরস শীর্ষ স্থানতে উপনীত হল । সে সময়ব অবশেষ ওডিশা বিভিন্ন প্রান্ততে পরিদৃষ্ট হএ ।এই মধ্যযুগীয় জৈন কলাত্মক কীর্তি আমরা ততকাল উতকলীয় সংস্কৃতি স্বরূপ কলনা করতেপার । খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি গুম্স্কা সমূহ তথা অন্যান্য স্থানতে জৈন কলাকৃত্থ ওডিশী কলা-পররার উজলময় দৃষ্টান্ত ।

কটক ও পুরী প্রাচীন উপত্যকা শৈলোভব , ভৌমকর এবং সোমবংশী রাজত্ব কালতে জৈনধর্মর এক প্রধান কেন্দ্র ছিল । চতুবিংশ তীর্থ তথা যক্ষ-যক্ষীণী মূর্তপ্রিোচী উপত্যকাতে বিভিন্ন স্থানতে বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখতে মিলে । সেগুন মধ্যতে কত শিব মন্দিরতে পরিদৃষ্ট হএ । অডশপুর স্বপ্নেশ্বর এবং নীলকণ্ঠেশ্বর তথা কাকটপুরথিকে ছঅ কিলোমিটর দূরতে অবস্থিত নিভারণ গ্রাম গ্রামেশ্বর মন্দির রুষদেবর এক সুন্দর প্রতিমা । তার উভয় পার্শ্বতে ১২টি তির্থ মূর্তি আছে । রুষদেব কায়োসর্গ মুদ্রাতে দণ্ডায়মান হএছে । সে কানতে কুশ্ডল ও মস্তকতে কিরীট ধারণ করেছে । তার মস্তক উপরে ছত্র ও ছত্র কেবল বৃক্ষর শাখা আছে । পাদপীঠতে নিম্নতে বৃক্ষর লাঞ্ছন খোদিত আছে । নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরতে রুষভনাথ মূর্তি এবং তার উভয় পার্শ্বতে আঠটি জৈন মূর্তি দেখতে মিলে । গ্রামেশ্বর মন্দিরতে যোগাসন মুদ্রাতে এবং পদ্মপীঠ আসীন রুষভনাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হএছে । নানদি কারুকার্য্য বিমণ্ডিত এই সুন্দর মূর্তি স্থানীয় লোক কামদেব অথবা কন্দর্প রূপে পূজা করে । ভরদ্বাজ আশ্রমতে মধ্য এই প্রকার এক মূর্তি স্থাপিত

হএছে । (১)

প্রাচী অববাহিক লতাহরণ গ্রামতে এক প্রস্থর ফলকতে যক্ষ গোমেধ ও টক্ষিণী অম্বিকা যুগল মূর্তি খোদিত হএছে । এই যুগল মূর্তি ললিতাসন মুদ্রাতে স্ব স্ব পদ্মপীঠ উপরে উপবেসন করেছে । নিম্ন ভাগতে সাতটি ভক্তর মূর্তি খোদিত আছে । উভয় পক্ষ ও যক্ষিণীর বেশ ও আভরণ এক প্রকার । তবে শিরোভুষণতে কিছুটা পার্থক্য দেখাযাএ । যক্ষর শৃঙ্খকৃতি কীরট এবং যক্ষিণ মস্তকতে গোলাকার বেণী শোভা পাএ । যুগল মূর্তি পিছুন দিকে আম্র বৃক্ষ এবং উর্দ্ধ ভাগতে পদ্মপীঠতে যোগাসন মুদ্রাতে আসীন তির্থ নেমীনাথ প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হএছে । তীর্থ উভয় পার্শ্বতে চামরধারী রহেছে । চারুকলা মণ্ডিত এই যক্ষযক্ষিণী যুগল মূর্তি মধ্যযুগীয় জৈন কলা এক উকষ্ট নিদর্শন । স্বর্গায় প্রফেসর গনশ্যাম দাস এই যুগলমূর্তিকে যক্ষ কুস্মাণ্ড এবং যক্ষিণী কুস্মাণ্ডিনী সহিত চিহ্নিত করেছে । (২) এমন নেমরয়ীনাথ সহিত এক যক্ষিযক্ষিণী যুগল মূর্তি বালিপাটণা থানাকাছে পইডপাটণা নীকটবর্তি প্রাচী, সরস্বতী ও মণিকণ্ঞিকা নদীর সংগমস্থল সন্নিকট অন্তবেদ মঠ দেখতে মিলে ।

কাকটফউণ ড়ঁঢ় ও দশম খ্রীষ্টাব্দতে কত জৈন তীর্থ মূর্তি মিলেছে । তন্মধ্যতে কত এবং ভুবনেশ্বরস্থ ওডিশার রাজ্য সংগ্রাহালয় সংরক্ষিত হএছে । (৩) প্রাচী উপত্যকার জৈনকীর্তি উক্ত অংচলতে জৈনধর্মর প্রাধশড়্য প্রমাণিত করে । এবে মধ্য সেঠারে জৈনরা বহু সংখ্যাতে বাস করে । প্রাচী উপত্যকার পশ্চিমতে অবস্থিত মীহটী, কোলথপিটা , ওলদাবাদ , বনমালীপুর, পধান পাটণা , পতিতপাবন পাটণা , হোতা সাহি , অমৃতপাটণা , দেওন পাটণা আদি গ্রাম গুন বাস করবা জৈনরা

প্রকৃত জৈনগৃহী (শ্রামক-সরাক)শ্রেণীর হলে তারা নিজকে জৈন বোলে পরিচয়দিএনা । কেবল তারা নিরামিষ খাদ্য সামাজিক রীতি নীতি এবং প্রতি বর্ষ মাঘ মাসর শুক্ল সপ্তমী দিন খণ্ডগিরি মেলাতে যোগদান হেতু তারা জৈন বোলে চিহ্নিত হএ । জৈনরা বাস করবা প্রাচী উফথ্যকাতে পশ্চিমাঞ্চল জৈনবাদ বোলাযাএ । (৪)

পুরী জিল্লার অন্যান্য স্থান , যথা : শিশুপাল গড নিকটবর্তি ব্রহ্মেশ্বর পাটণা , ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি গঙ্গআনদী উতপতি স্থলে অবস্থিত পংচগাঁ, বালকাটি নিকট চঢেইবর গ্রামর নৃসিংহনাথ মন্দির , সাক্ষীগোপাল নিকটবর্তি শ্রীরামচন্দ্রপুর , বাণপুর, অচ্যুতরাজপুর আদি বহু স্থানতে জৈনকীর্তি পরিদৃষ্ট হএ । ভুবনেশ্বর মুক্তেশ্বর মন্দিরতে (৫) জৈন তির্থ মূর্তি আছে । শৈব মন্দিরতে জৈন মূর্তি স্থাপন শৈব ও জৈন ধর্ম মধ্যতে সমন্বয় প্রমাণ দিএ । পুরীর জগন্নাথ মন্দির দক্ষিণদ্বার বামপার্শ্বস্থ দিআলতে জৈন তীর্থ মূর্তি রহেছে । মসৃণ মুগুনি পাথরতে নিমিত এই মূর্তিটি জৈনরা মহাবীর মূর্তি বোলে কহে ।

কটক জিল্লা নরসিংহপুর , বডম্বা ,তিগিরিআ ,চৌদ্বার , ছতিআ , যাজপুর , কেন্দ্রপডা , কেন্দুপাটণা , সালেপুর , বাঙ্কী , জগতসিংহপুর , কটক-কভুবনেশ্বর রাস্তাতে অবস্থিত প্রতাপনগরী প্রভৃতি স্থানতে বহু জৈনকীর্তি দেখাযাএ । নরসিংহপুর কাছে বাণেশ্বরী উতরকে দুই কিলোমিটর দূরতে অবস্থিত রূপনাথ মন্দির বেডাতে পদ্মপ্রভ মূর্তি রহেছে । চক্রধর মহাপাত্র স্বীয় বাণেশ্বর কাব্যতে নরসিংহপুর জৈনকীর্তি বণ্ঞনা করাগেছে । তাই নিম্নতে প্রদত হল -

জৈন শৈব সমন্বয় যেণু
রচিত তো বক্ষেঅক্ষয় কীর্তি

জৈন তীর্থ শান্ত তপোবন
ন জাণন্তি জীব হিংসা বাসনা
জৈন তীর্থঙ্কর বিরচিলে গুম্স্কা
তোকোলে যে কালে অতি আদর
জীবে দয়া ক্ষমা শিখালে এথি
দারিদ্রকে বরি অতি কষ্ট ।

তিগিরিআ ব্লক হাটমাল গ্রামতে প্রাপ্ত পদ্মপ্রভ মূর্তি অধুনা ভুবনেশ্বর রাজ্য সংগ্রহালয় সংরক্ষিত হএছে । যাজপুর কাছে নরসিংহপুর পার্শ্বনাথ ও চন্দ্রপ্রভ এবং আখণ্ডলেশ্বর মন্দির বেঢাতে নেমীনাথ মূর্তি দেখাযাএ । এ সব মূর্তি নবম ও দশম খ্রীষ্টাব্দর । (৭) মঙ্গরাজপুর নিকটস্থ বডচারপোই গ্রামর জৈন চৌমুখ , কাবণিআ পাখ হাটডিহর বৃহদকার আদিনাথ মূর্তি , ঝাডেশ্বর তীর্থঙ্কর , গণধর , পূর্বধর , শ্রাবক ও শ্রাবিকাঙ্ক ধ্যান মুদ্রার মর্তি মধ্যযুগীয় জৈন কলাকে সমৃদ্ধ করেছে । এহব্যেতীত বৈদেশ্বর (বাঙ্কি) , ছতিআ , দর্পণী , চানোদল , কেন্দুপাটণা আদি স্থানতে মধ্য বহু জৈন মূর্তি রহেছে ।

কটক-ভুবনেশ্বর জাতীয় রাজপথ অবস্থিত প্রতাপনগরী গ্রামতে দুলভ জৈন মূর্তি ১১৮৮ মসিহাতে আবিষ্কৃত হএছে । এক চাষি জমি চাষ করবা সময়তে মূর্তি দুট মিলল । এহার এক পাঞ্চ ফুট উচতা এবং এইটি সপ্ত ফণা সর্প সহিত পার্শ্বনাথ মূর্তি খোদিত আছে । পার্শ্বনাথ মূর্তি এক লিপি উল্লখিত রহেছে ।

বালেশ্বর জিল্লা গুণ্ডাল , চরা , ভীমপুর , জলেশ্বর কাছে মার্তসেল , মাণিকচৌক , অযোধ্যা , বালিঘাট , ভীমপুর, কুপারি আদি স্তানতে

অনেক জৈন কীর্তিবিদ্যমান । গুণ্ডাল কাছে সোনা নদী গর্ভতে পার্শ্বনাথ মূর্তি কায়োসর্গ মুদ্রাতে পদ্মপীঠ উপরে দণ্ডায়মান । উভয় পার্শ্বতে চমরধারীরা রহেছে । পার্শ্বনাথ নিম্নভাগতে ভক্তরা দস্ততে জৈবদ্য এবং বাদ্যযন্ত্র রহেছে । উর্দ্ধভাগ স্থিত ছত্র ও কেবল বৃক্ষর শাখশ ফশর্শ্তে অপসরা , গন্ধর্ব ও কিন্নর চিত্র খোদিত আছে । পাশ্বনাথ ড়াহণ দিকে যক্ষ ধরেণেন্দ্র তথা বাম পার্শ্বতে চরা প্রাপ্ত রুষভনাথ , অজিতনাথ , শীতলনাথ ও মহাবীর মূর্তি অধুনা ওডিশা সংগহালয়তে সংরক্ষিত হএছে । কাল মুগুনিপাথর এসব মূর্তি অষ্টম ও নবম শতাব্দীর (১১) ।

ময়ুরভঞ্জ জিল্লা বডশাহি , কোশলি ,বারপিদা , খিচিং , নক্তিপাট , রাণীবন্ধ , আদি স্থানতে অনেক জৈন মূর্তি মিলেছে । সেগুন মধ্যতে কত খিচিং ও বারিপদা সংগ্রাহলয়তে রাখা হএছে । বারিপদাথিকে ৩০ কি:মি: দূরতে বডসাহির মঙ্গলা মনিদর নিকটে এক এক জেন চৌমুখ মাটি ভিতরে আধা পোতা হএছে । চৌমুখ চারদিকে গাত্রতে কায়োসর্গ মুদ্রাতে রুষভনাথ , অজিতনাথ , চন্দ্রপ্রভ এবং পার্শ্বনাথ মূর্তি তথা তার লাঞ্ছন ও চামরধারিণী খোদিত হএছে । গৌমুখি দেখতে এক ক্ষুদ্র পিঢামন্দির আকৃতি । স্থানীয় অধিবাসীরা এই গৌমুখি চন্দ্রসেণ নামতে বৈশাখ পূণ্ঞিমাতে পূজা করে । তাই উডাপর্ব নামতে খ্যাত । বডসাহিতে নেমীনাথ শাসন দেবী অম্বিকা চতুভুজা মূর্তি ললিত মুদ্রাতে দেখতে মিলে । (১৪)

বারিপদা সহর ১৪৯৭ শতাব্দ অর্থাত ১৫৭৫খ্রী:অ: ভঞ্জরাজা বৈদনাথ ভঞ্জ দ্বারা জগন্নাথ মন্দির অন্তদ্বার গাত্রতে কাল মুগুনি পাথর

উক্তীর্ণঞ্চত রুষভনাথ , নেমীনাথ , পার্শ্বনাথ ও মহাবীর মূর্তস্থিস্থাপিত হএছে । বডসাহি থিকে ৫ কি:মি দূরতে রাণীবন্দ কাছে মহাবীর মূর্তি পূজিত হছে । খিচিং আখপাখ অংচল প্রাপ্ত অনেক জৈন মূর্তি খিচিং মুযজিয়তে সংরক্ষিত আছে । খুরপালতে মিলেছে নঅটি তাম্র নির্মতি তীর্থ মূর্তি বারিপদা সংগ্রহলয়তে রাখাগেছে । খিচিং ও বিমানঘাটিতে অনেক সরাক (তন্ত্রী) বাস করে । তারা অছে জৈনধর্মালম্বী । ভংজরাজা পণভংজ বামনঘাটিতে তাম্রলেখ (১৫)তে জাণাযাএ যে খচিঙ্গ উতরখণ্ড অন্তর্গত দেবকুণ্ড ও কোরপিশ্ডয় বিষয়তে অবস্থিত তিমণ্ডির , নঙ্কোল, জম্বপোদক এবং বসন্তগ্রাম আদি গ্রামগুণ সরাকমান দান করাযাএ । এই জৈন সরাকমান ভংজরাজামান প্রেসাহনর । ফলতে ময়ুরভংজ অংচলতে জৈনধর্ম লোকপ্রিয় হএছিল ।

আদেসো সেলপুরো আদাণটঠহিয়া হিআয় মহিমাএ ,
তোসলি বিষয়ে বিণবণটঠাতহ হোতি গমণং বা ।
সেলপুর ইসিতলাগমি হোতি অটঠাহিয়া মহামহিমা ,
কোংডলমেত পভাসে অববুয় পাইণ বাহমি ॥

অভিধান রাজেন্দ্র বণিঞ্চত আনন্দপুরতে কেন্দুঝর জিল্লা আনন্দপুর সহিত , সরস্বতী নদী ব্রাদ্মণী সহিত এবং প্রাচীনবাহ নদীতে বৈতরণী নদী সহিত পণ্ডিত বানাম্বর আচার্য্য (১৭) চিহ্নিত করেছে ।

কেন্দুঝরগডথিকে প্রায় ৩১ কি:মি দূরতে এক পথপ্রান্ত গ্রাম ঢেঙ্কিকোটথিকে পাংচ কি:মি: দূরতে সীতাবিঞ্জি গ্রাম অবস্থিত । তার পার্শ্ববতী অংচলতে বহু জৈন সরাকগ্রাম রহেছে । দ্বিতীয়তঃ উক্ত অংচলতে ভংজরাজারা তার রাজতব প্রারম্বতে জৈনধর্ম পৃষ্ঠপেষকতা

করেছে । অতএব সীতাবঞি রাবণছায়া প্রস্থরাশ্রয় স্থলি অনুপম চিত্রঙ্কন জৈনকলাকৃতি বোলে গবেষকরা মতব্যক্ত করেছে। (২০)

কোরাপুটজিল্লা নন্দপুর ,সুআই , কচেলা, ভৈরবসিংহপুর , বোরিগুম্স্কা, কোটপাড , চার্মুলা, নরিগাঁ, কামতা , মালিনূআগাঁ , কাঠরাগুডা , প্রভৃতি স্থানগুন মধ্যযুগীয় জৈনকলা ও স্থাপত্য পরিপূর্ণ্ণ (২১) । উপরোক্ত স্থানগুন আনীত ৩৪টি তীর্থ ও শাসনদেবী মূর্তি জয়পুরস্থ জিল্লা সংগ্রহালয় সুরক্ষিত হএ রহেছে । (২২) পাঙ্গডি পর্বত নিকট সুআই গ্রাম , বাঘ্রা জলপ্রপাত থিকে ১০ কি:মি দূরতে কোলব নদী কূলে অবস্থিত কচেলা গ্রাম এবং বোরিগুম্স্কা ভৈরবসিংহপুরতে মধ্যযুগীয় জৈন মনিদরমা পরিদৃষ্ট হএ । উক্ত মন্দিরগুন নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম দশম শতাব্দী মধ্যতে ।

চালা প্রাপ্ত রুষভনাথ এবং পার্শ্বনাথ মূর্তি জয়পুরস্থ মু্যেজিয়মতে সংরক্ষিত হএছে । পার্শ্বনাথ মূর্তি কায়োসর্গ মুদ্রাতে দণ্ডায়মান অবস্থাতে খোদিত হএছে । উর্দ্ধ ভাগতে সপ্তফণাযুক্ত সর্প ও নিম্ন অঞ্চল মুদ্রাতে ভক্তরা চিত্র খোদিত হএছে । রুষভনাথ মূর্তি যোগাসন খোদিত হএছে । নিম্নতে চক্রেশ্বরী গরচড উপরে বসেছে । উভয় পার্শ্বতে এক জণা চৌরধারী রহেছে । যক্ষ গোমেধ সমেত আঠজণা ভক্ত প্রতিমূর্তি নিম্নভাগতে রহেছে । উপরিভাগতে পুষ্পমাল্যধারী গন্ধর্ব . অপসরা কেবল বৃক্ষ প্রভৃতি অঙ্কিত হএছে । এহাব্যতিত কেটপাডতে আনীত দুটি রুষভনাথ মূর্তি জয়পুর সংগ্রহালয়তে আছে । জামুণ্ডাতে রুষভনাথ তিনটি পার্শ্বনাথ দুটি এবং মহাবীর একটি মূর্তি মিলেছে ।

কোরাপুট জিল্লা কত শৈব ও শাক্ত মন্দির জৈন মূর্তি পূজিত হএ

। নন্দপুর সর্বশ্বের মন্দির সমুখস্থ এক খোলা মণ্ডপ পার্শ্বনাথ শাসনদেবী পদ্মাবতী মূর্তি রহেছে । পদ্মপীঠ উপরে ললিতাসন উক্ত মূর্তি খোদিত হএছে । নিম্নভাগতে পদ্মাবতী হস্তি লাঞ্চন আছে । উর্দ্ধভাগতে যোগাসন মুদ্রাতে পাশ্বনাথ মূর্তি আছে । তার মস্তক সর্পফণা দ্বারা আচ্ছাদিত হএছে । নানাদি অলঙ্কার বিভূষিতা পদ্মাবতী এমন মূর্তি অন্যত্র ক্বচিত দেখতে মিলে ।

কোরাপুট জিল্লার মধ্যযুগীয় জৈনমূর্তি , মন্দির ও গুম্স্কা প্রাচীন গঙ্গবংশ সোমবংশ ও তেলুগু চোডরাজা পৃষ্ঠ পোষকতাতে নির্মতি হএ । গঞ্জাম জিল্লার কৃষ্ণগিরি জিলুণ্ডি , বাহুদা নদীকূলে ধানরাশি নিকটবর্তি পাহাড , কোরণ্ডি মাল এবং মহেন্দ্রগিরিতে জৈনগুম্স্কা , পরিদৃষ্ট হএ । ঘুমুসর মধ্য জৈন ধর্মর প্রতনতাতিক অবশেষ মিলে ।

নবমুনি গুম্স্কার দুটি প্রকোষ্ঠ রহেছে । দক্ষিণ পার্শ্ব প্রকোষ্ঠর পিছুন দিবালতে যোগাসন মুদ্রাতে সাত জণ তীর্থর যথা : রুষভনাথ , অজিতনাথ , সস্কবনাথ অভিনন্দন নাথ , বসুপুজ্য , পার্শ্বনাথ ও নেমীনাথ যোগাসন মূর্তি তথা নিম্নতে তার শাসন দেবী যথাক্রমে চক্রেশ্বরী , রোহিণী , প্রজ্ঞাপ্ত , বজ্র শৃঙ্খলা , গান্ধারি , পদ্মমাবতী এবং আম্রা প্রতিমা খোদিত হএছে । নবমুনি গুম্স্কাতে ৫টি শিলালেখ উতকীণ্র্ণ হএছে । তন্মধ্যতে চারটি কেবল নামোল্লেখ আছে , যথা : শ্রাবকিরুবি , শুভচন্দ্র , বিজো এবং শ্রীধর । ৫টি উদ্যোতকেশরী রাজত্বর (খ্রী:অ: ১০৪০ - ১০৬৫) অষ্টাদশ বর্ষতে খোদিত হএছে । এ সর্কতে পূর্ব ৃধ্যায়তে সূচিত হএছে । ৫টি যাক শিলালেখ মধ্যযুগর ।

মহাবীর গুম্স্কাতে ২৪টি তীর্থ নগ্ন মূর্তি রহেছে । তাতে আঠটি

দণ্ডায়মান ও অবশিষ্ট উপবেশন করেছে । পিছুন দিবালে মুণ্ডনি পাথরতে রুষভনাতর তিনটি মূর্তি দণ্ডায়মান । ললাটেন্দু কেশরী গুম্স্কার প্রথম দুটি প্রকোষ্ঠ এবং এক বারণ্ডা ছিল । বারণ্ডার স্তস্কমান নির্মিত হএছে । অধুনা সেসব কেবল ভগ্নাবশেষ রহেছে । গুম্স্কার বাম কোঠরীতে কায়োসর্গ মুদ্রা বিশিষ্ট রুষভনাথ দুটি ও পার্শ্বনাথ তিনটি মূর্তি দেখষথ অ়ষও । ধতক্ষণ ঘরে পাশ্বনাথর দুটি এবং রুষভনাথর একটি মূর্তি আছে । রুষভনাথ মূর্তি উপরে ৫টি পংক্তি বিশিষ্ট এক অভিলেখ উকণ আছে । (২৬) অভিলেখটি জ্ঞাত হএ যে উদ্যোতকেশরী রাজত্বর ৫ম বর্ষর কুমার পর্বত (খণ্ডগিরি) এক জীণর্ঞ্চ পাহাচ থাকবা কূআ আছে ও কত ভগ্ন মন্দির সংস্কার তথা তাতে ২৪ তীর্থ প্রতিমা মান প্রতিষ্ঠা করাগেছে । এই গুম্স্কা কাছে আকাশ গঙ্গা নামক এক ক্ষুদ্র জলাশয় সহিত শিলালেখ চিহ্নিত করাগেছে । খণ্ডগিরির অনেক ভগ্ন মন্দির শিলা ও খপুরী বিক্ষিপ্ত ভাবে পডেছে । সস্কবতঃ সেগুন সংশত শিলালিপি বণিত ২৪ তীর্থ মন্দির ভগ্নাবশেষ । (২৭) ধ্যানঘর গুম্স্কার প্রথমে আবাস নিমন্তে নির্মতি হএছে । ত্রিশুল গুম্স্কা দিবালতে ২৪ জণা তীর্থঙ্কর নগ্ন মূর্তি খোদিত হএছে । সেগুন মধ্যতে আঠটি কায়োসর্গ মুদ্রাতে দণ্ডায়মান এবং অবশিষ্ট যোগমুদ্রতে আসীন । এই মূর্তি গুন ১৫ খ্রীষ্টাব্দর । খণ্ডগিরির কত সুন্দর জৈন মূর্তি সংরক্ষিত হএছে । (২৮) ।

জৈন কথা - সাহিত্য

কথা ও কাহাণী মানব জীবনর প্রিয় বস্তু । শৈশবাস্থাতে হিঁ তাহার প্রভাব হৃদয় পটতে অঙ্কিত হএছে । বিধি নিষেধাতমক উপদেশ অপেক্ষা কথা ও গল্প বাচাদিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করবে । কথা ও কাহাণী পঢবা এবং শুণবা দ্বারা জুন রস অনুভুত হএ তদ্বারা সময় অতি সহজতে অতিবাহিত হএ । মন লাঘব হএ । এই অনুভুতর আধার উপরে আমরা সাহিতিকরা অতি সুন্দর এবং সরস কথা-গ্রন্থমান বহুল ভাবে রচনা করাগেছে । কথা সাহিত্যর প্রাচীন প্রয়োগ জৈন সাহিত্যতে প্রথমানুযোগ , বৌদ্ধ সাহিত্যর সুতপিটক এবং বৈদিক পররা ইতিহাস নামতে অভিহিত ।

ভারতীয় কথা সাহিত্যর জৈন কথা গ্রন্থমান স্থান অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ্ঞ । কিন্তু ক্ষোভর বিষয় , সেগুন উপরে আজ পর্য্যন্ত কুনু গুরুত্ব দিআযাএনি । ভাষা ও শৈলী দৃষ্টিতে জৈন কথা গ্রন্থর মহত্ব উল্লেখনীয় । সংস্কৃত , হিন্দি , রাজস্থানী তামিল আদি ভাষাতে জৈন সাহিত্য প্রকাশিত আছে । কত জৈন কথা অত্যধিক লোক প্রিয় । পণ্ডিতরা মুখ্যতঃ ধার্মকি দৃষ্টিকোণতে এই জৈনকথা রচনাকরেছে তাতে বৃদ্ধিকারী , হাস্যেদীপক, কৌতুহল , ঐতিহাসিক আখ্যান আদি বিবিধ বিষয় নিহিত আছে । জৈন সাহিত্যতে আজ সুদ্ধা জত গ্রন্থ বেরিএছে তার ঢমধ্যতে এক গ্রন্থতে ৩৬৪ টি সংকলন দেখতে মিলে । ঝদি এক বক্তা এই গ্রন্থথিকে এক এক গল্প শুণাএ তবে এক বর্ষর লাগবে ।

জৈন আগমতে প্রথমানুসার , করণানুসার , চরণানুযোগ এবং দ্রব্যানুযোগ এমন চারটি অনুযোগ উল্লেখ রহেছে । প্রথমটি সদাচারী স্ত্র

ী এবং পুরুষর জীবনী-চরিত চিত্রণ করাগেছে । এই ধর্ম কথা নামতে আখ্যাত । তৃতীয় অনুযোগতে সদাচার সম্বন্দীয় মূল নিয়ম । চতুর্থ অনুযোগতে জীব, অজীব, কর্ম নিয়ম আচারণ প্রক্রিয়া বণ্ননা করাগেছে । এআর মধ্য ধর্মকথানুযোগ স্থান বহু উচ্চতে । কারণ অধিকাংশ ব্যক্তি শিক্ষিত হেতু তিনটি অনুযোগ বুঝবা কষ্টকর । জ্ঞাতধর্মকথা নামক জৈনাগমতে ৩১১টি কথা সঙ্কলিত হএছে । কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ১৯টি অদ্যায় উপলবদ হএছে । দৌপদী প্রভৃতি ঐতিহাসিক কথা অতি সরল ভাবে বর্ণ্ঞিত হএছে । ঢঝড় ধর্মর ধার্মকি আচার এবং ব্যবহার দশ জণা সন্যাসী কথা উনাকদশ সূত্র তে বিবৃত । জৈন মুনিরা অনতরোপপাতিক , অন্তঃকৃত দশা মূলাচার গ্রন্থতে অনেক সুন্দর ভাবে বণ্ঞ্জনা করেছে ।

মূল আগম পরবর্তি কথা সাহিত্য বিকাশ উপরে রচিত " নিযুর্যক্তি " , " ভাষ্য " , " চূণ্ঞ্জ " এবং " বৃতি " বিস্তৃত ভাবে দেখাযাএ । এ সম্বন্ধতে অধ্যাপক উপাধ্যায় দ্বারা বৃহত কথাকোষ প্রস্তাব বিশেষ ভাবে আলোচিত হএছে । " নিযুর্যক্তি " , " ভাষ্য " , " চূণ্ঞ্জ " এবং " বৃতি প্রাচীন টীকামান ৫ম নবম খ্রীষ্টাব্দ মধ্যতে । এ সময়তে কথা গ্রন্থ ক্বচিত থাকতেপারে । এ সময় কত গ্রন্থ রচিত হবা সম্ভব । কারণ কত উল্লেখ পরবর্তিী কথা গ্রন্থমান রহেছে । কিন্তু আজ সুদ্ধা সব সন্ধান মিলেনি ।

জৈন বিদ্বানরা লোকরুচিপ্রতি ধ্যান রেখে কত প্রসিদ্ধ গল্প উপরে বহু গ্রন্থ রচনা করেছে ।যেমন রামায়ণ , মহাভারত কথা এই সময়তে জনসাধারণ মধ্য আনন্দ দিএ সেমন জৈন বিদ্বান রচিত ধর্মদাস, বসুদেব

হিণ্ডা, বিমল সূরি পরম চরিয়ং, জিনসেন সুরির হরিবংশ পুরাণ প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থ প্রণীত হএ ।এহাপর পণ্ডিত পাদলিপি সূরি নরঙ্গবতী নামক এক সরস কথা রচনা করেছিল । ধর্মলহিণ্ডী মধ্য অন্য এক রসাল গ্রন্থ ।

দিগম্বর স্রদায়র পণ্ডিত হরিষেদ ১২,৬০০ শ্লোক সম্বলিত এক “আরাধনা কথা কোষ রচনা করেছে ।এহাব্যতিত দিগম্বর স্রদায়র “আরাধনা কথা কোষ নামক দুটি সংস্কৃত কথা গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যকার আচার্য্র প্রভাচন্দ্র এবং আচার্য্য নেমিদত দ্বারা প্রণীত হএ । এই কথাগুন মধ্য রুচি ও সরসতা পূর্ণ্ঞ ।অষ্টম খ্রীষ্টাব্দর পরিভদ্র সূরি রচিত প্রসিদ্ধ “ সমরাইচ কাহাণী লেখা হএছে । দিগম্বরাচার্য্য জিনসেন হরিবংশ পুরাণ রচনা করাগেছে । এহাপর পদ্মপুরাণ , ভবিষ্যদত কথা আদি মহত্বপূর্ণ্ঞ গ্রন্থমান রবিষেদ এবং ধানপাল দ্বারা রচিত হএছে । এই কথাগুন জৈন সাহিত্যতে নূতন শৈলীতে লেখা হএছে ।

“লঘু-প্রবন্ধ-সংগ্রহ “ দশটি ক্ষুদ্র গল্পর এক সঙ্কলন । এই গল্পগুন কত ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটণাবলী উপরে আধারিত । প্রথম কাহাণী হল “জগদেব-প্রবন্ধ “ । রাজা পরমাদ্ধিন রাজ্য কল্যাণ এক ুপান্ত নগর কেমন উজয়িনি রাজা জগদ্ধেব পরমাহ আত্মরক্ষা উদ্ধেশ্যতে পলায়ন করেছিল এবং গুজরাট সিদ্ধরাজ জয়সিংহ এবং গাজনর হমির মধ্যতে কেমন সদ্ধি স্থাপন করাগেল তার বর্ণ্ঞনা রহেছে ।

তৃথঈএ্ঞন্ট হল - বিক্রমাদিত্য ৫ দণ্ড-ছত্র প্রবন্ধ । এইটি উজয়িনী রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন নিজে ৫টি উল্লেখনীয় কৃতিত্ব জনে ৫টি দণ্ড বিশিষ্ট রাজছত্র লাভ করে তাই বিবৃত হএছে ।

চতচর্থ হল - সদস্র লিঙ্গ সরঃ প্রবন্ধ । এই বণিঞত কথা হল - একবার পাটণ রাজা জয়সিংহ রাজসভাতে এক রুষি গল্প শুণাল ।গল্পটি হল - সুরধাপুর এক চণ্ডাল কন্যা এক গভীর কূআতে জল উঠাবার সময় তৃষার্ত বাছুরীকে পান করাল । এই সত কর্ম জনে চণ্ডাল কড়্যা পরজন্মতে কনৌজর রাজকুমারী রূপে জন্মলাভ কল । এবং যোগতে সেই সুরধাপুর রাজকুমারকে বিবাহ কল । সুরধাপুর সেই অল্প জল থাকবা কূআকে দেখলে মনে পড়ে । ততক্ষণাত সেখানে এক হ্রদ খনন করল । রুষি নিকটে এই কথা শুণে রাজা সিদ্ধরাজা জয়সিংহ অভিভূত হল । সঙ্গে সঙ্গে রাজা সহস্রলিঙ্গ নামক এক দ্রদ খোলাহল । তবে সরস্বতী পুরাণ এবং মেরুতুঙ্গচার্য্য প্রবন্ধ চিন্তামণি গ্রন্থতে এই হ্রদ সহস্রলিঙ্গ নামতে অভিহিত ।

পঞ্চমটি হল-সিদ্ধ বুদ্ধি রৌলানি প্রবদ্ধ । এই দুই সন্যাসিনী রাজা জয়সিংহ সিদ্ধ চক্রবান উপাধির সমালোচনা করবা কাহাণী বণর্ঞীত ।

ষষ্ঠ প্রবন্ধটি হল - নামলন মালিনী প্রবন্ধ । এই বণিঞত গল্পটি হল - একবার জয়সিংহ দভোঈ পার্শ্বনাথ পূজা করবা নিমন্তে যাবার সময়ে নামাল নাম্নী এক রূপবতী নারীকে দেখে তাকে রাণী করবা ইচ্ছা প্রকট কল । কিন্তু নামাল এক সর্ত তাকে রাণী হবা সম্মত হল । সর্তটি হল কেউ কবে তাকে অসনমান করবেনা । এই কথাতে রাজা এক মত হল রাণী সঙ্গে । একবার নামাল পার্শ্বনাথ মন্দির জাবার সময় লীলু নাম্নী এক তৈলিক কন্যা তাকে প্রণাম করলনা । তবে নামাল অপমানিত বোধ করে রাজার নিকটে আপতি জাণাল । তারপর

রা ও রাণী তৈলিক ঘরকে যিএ অপমান দিবার কারণ জিগেস করল । তৈলিক কন্যা রাণীকে চিহ্নিতে নাপেরে প্রণাম করেনি বোলে কারণ দর্শাল ।

খিমধর ও দেবধর ভাতৃদ্বয় বিভিন্ন স্থানতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে অধিকাংশ সময় অনুনস্থিত রহছিল ।এহার সুযোগ নিএ তার সর্কীয় ভাতৃদ্বয় ঘরবাডি এবং যজমানি অক্তিআর কল । ফলতে দুইভাই বন্দু বান্ধব অগোচরতে নগর ইতস্ততঃ বিচরণকল । এই সময়তে দেবধর কুস্কীর রুপতে সহস্রলিঙ্গ দ্রদ প্রবেশ করে আতঙ্ক সৃষ্টি কল । ফলতে লোকরা ভয়ভীত হএ স্নানাদি নিমন্তে দ্রদকে গেলনা । কুস্কীরকে ধরবাজনে ৭০০ ধিবির নিযুক্ত করাগেল । কিন্তু তারা কৃতকার্য্য হলনা । কুস্কীরকে ধরবা জনে রাজা পুরস্কার গোষণা করল । খিমধর চারটি মইঁষি সাহায্যতে হ্রদ থিকে কুস্কীর রূপি দেবধরকে টেণে বেরকল । শেষতে রাজকৃপাতে তখমধর ও দেবধর নিজর পৈতৃক ঘরবাডি ও যজমান পুনঃ প্রাপ্তকল ।

অষ্টম প্রবন্ধ হল কুস্কারীরাণা প্রবন্ধ । এহার বিবৃত অখ্যোনটি হল - কিডিমাঙ্কোডী নগরর রাজা কুমারীরাণা । একবার তীর্থযাবার সময় রাস্তাতে চাণ্ডসমাতে হ্রদ নির্মাণ করবা জনে বণিক জিমাতে ১৯টি রত্ন রাখল । তীর্থযাত্রা পরে রত্নগুন দিবারজনে বণিক বলিল । কিন্তু বণিক রত্ন রাখবা বিষয় আদৌ স্বীকার কলনি । ফলতে বণিক বিরচদ্ধতে রাজা জয়সিংহ নিকটতে কুমারী রাণা অভিযোগ কল । জয়সিংহ বণিক কে এক কঠোর পরীক্ষা দিতে আদেশ দিল । তদনুযায়ী বণিক বলিল যে যদি আমি রত্নগুন রাখি তবে জল আবদ্ধ রহিবেনা ।ততক্ষণাত

হ্রদ বন্ধ ভেঙ্গে গেল এবংজল হ্রদ থকে বেরিএ উল্লসিত ভাবে নির্গত হল । কুমারী রাণা সন্ন্যাস গ্রহণ করে মৃতুে্য পর্য্যন্ত তপস্যারত হল ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লোক সাহিত্য রচনা রস , চৌপদি, প্রবন্ধ আদি অনেক নামতে প্রকাশিত হতে লাগল । এহার ক্রম বিকাশ ষোডশ শতাব্দীতে বহুত ভাবে প্রসার লাভ কল । সপ্তদশ শতাব্দীতে এহার অগণিত গ্রন্থ সংকলিত হতে লাগল । সে সময়র রচনামান অখণ্ডভাবে আজ সুদ্ধা বিদয়মান । এক স্রাদায়িক সাহিত্য মনেকরে বৌদ্ধিক গোষ্ঠিরা জৈন সাহিত্যর বিচার বিমর্শ কলনা । নচেত এই মহান সাহিত্যর মহত্ব লোকলোচনতে এসে প্রসার লাভ করত । এহা কেবল ভারত সাহিত্যতে নই , পাশ্চাত্য সাহিত্য ক্ষেত্রতে মধ্য বিশেষ লোকপ্রিয় হতেপারত । অতএব অধ্যয়নশীল বিদ্বান এবং নবীন কথাকার এহার প্রতি অবহিত হবা বাঞ্ছনীয় ।

জৈন পুরাণ

হিন্দু পুরাণতে হিন্দু দেব দেবী আখ্যায়িকা , মাহাতম্য এবং আচরিত ধর্ম আদির বিশদ উল্লেখ থাকবা জৈন পুরাণতে ২৪ তীর্থঙ্কর , ১২ চক্রবর্তী , ৯ বলদেব , ৯ নারায়ণ , ৯ প্রতি নারায়ণ এমন ৬৩ জণ শলাক পুরুষ বা মহাপুরুষ আখ্যায়িক , আচরিত ধর্ম এবং ব্যবস্থাদি বিস্ত্রৃত বণর্ঞনা আছে । তার নাম নিম্নতে প্রদত হল -

২৪ তীর্থঙ্কর :

রুষদেব বা আদিনাথ , অজিতনাথ , সস্কবনাথ , অভিনন্দন নাথ , সুমতিনাথ , পদ্ম প্রভা , সুপার্শ্বনাথ , চন্দ্রপ্রভ, সুবধিনাথ , শ্রেয়াংশনাথ , বাসুপূত্য, অনন্তনাত, ধর্মনাথ , শান্তিনাথ, কুন্থনাথ, অরনাথ , মল্লীনাথ, মুনিসুব্রত , নমিনাথ,পার্শ্বনাথ ও মহাবীর ।

এসব তীর্থঙ্কর ক্ষত্রীয় ছিল । মুনি সুব্রত ও নমিনাথ হরিবংশ ছিল । অড়্য সব তীর্থঙ্কর ছিল ঈশা বংশ । এক তীর্থঙ্কর থিকে পরবর্তি তীর্থঙ্কর সময় ব্যবধান গণনা করাযাএ । পার্শ্বনাথ পরবর্তী তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেতম মহাবীর নির্বাণ ৮৪,০০০ বষঁ পূর্বথিকে মৃর্তুবরণ কল । অরিষ্টনেমি ৫০০,০০০ বর্ষ পূর্বথিকে নমিনাথ মৃতুে্য বরণ হল । নমিনাথর ১১,০০,০০০ বর্ষ পূর্বতে মুনি সুব্রত দেহবসান হল । মুনিসুব্রত পূর্বর অন্যান্য তীর্থঙ্কর মধ্য সময় ব্যবধান ৬৫,০০,০০০ এবং ১০,০০০,০০০ বর্ষ মধ্য ছিল । এসব সময় গণনা অবশ্য কুনু ঐতিহাসিক ভিতিভুমি নেই । তাই কেবল জৈন পাররিক বিশ্বাদ উপরে

আধারিত ।

১২ চক্রবর্তী

ভারত , সগর , মধবা (মঘবান) , সনতকমার , শান্তিনাথ , কুন্থনাথ , অরনাথ , সুভৌম, পদ্মনাভ , হরিসেণ , জয়সেন ও ব্রহ্মদত ।

৯ বাসুদেব (নারায়ণ বা অর্দ্ধ চক্রবর্তী) :

অচল, বিজয়, ভদ, সুপ্রভ, সুদর্শন, আনন্দ, নন্দন , পদ্ম ও রামচন্দ্র

৯ বলদেব :

ত্রিপৃষ্ঠ , দ্বিপৃষ্ঠ , স্বয়স্কূ, পুরুষতম, পুরুষসিংহ, পুণ্ডরীক , দতদেব , নারায়ণ ও কৃষ্ণ ।

৯ প্রতিবাসুদেব বা প্রতিনারায়ণ :

অশ্বগ্রীব , তারক , মেরক , মধু , নিশুম্ভ , বলি , প্রহ্লাদ , রাবণ ও জরাসন্ধ ।

২৪ জণ তীর্থঙ্কর , ১২ জণ চক্রবর্তী , ৯ জণ বাসুদেব , ৯ জণ বলদেব এবং ৯ জণ প্রতিবাসুদেব এই ৬৩ জণ শলাক পুরুষ বা মহাপুরুষ জৈনরা ভক্তিপুত ভাবে স্বীকার করে । দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দতে হেমচন্দ্র রচিত ত্রিপষ্টি শলাকা পুরুষ রচিত এই ৬৩জণ মহাপুরুষ এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী মিলে । (১)

দিগম্বর জৈন স্রদায়র পুরাণগুন মধ্যতে পদ্মপুরাণ সর্ব প্রাচীন । এহার পূর্ববর্তী কুনু গ্রন্থ প্রাকাশিত হএনি । ভাবনগর জৈনধর্ম প্রসারক সভা আনুকুল্যতে জুন পরম চরিয় নামক প্রাকৃতিক গ্রন্থ (৩) প্রকাশ

করাগেছে তাই পদ্মপুরাণ কিম্বা পদ্মচরিত থিকে প্রাচীন বোলে মতব্যক্ত , জৈনধর্মর দুটি স্রদায়ক (শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর) মধ্যতে কুন স্রদায়ক ঙক্ত পণ্ডিত এহাকে রচনা করে তাই আজ সুদ্ধা অমীমাংসিত । পদ্মচরিত মহাবীর নির্বাণ ১২০৩ বর্ষপরে অর্থাত ৫৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ রচিত বোলে জাণাযাএ ।

দ্বিশতাভ্যধিকে সমাসহস্রে সমতি তে
অর্দ্ধ চতুর্থ বর্ষ যুক্তে
জন ভাস্কর বর্দ্ধমানসিদ্ধে চরিতং
পদ্মমুনেরিদং নিবদ্ধম ।

আচার্য্য জিনসেন ৭৮৩ খ্রী:অ:তে হরিবংশ পুরাণ সূণ্র্ঞ করল । প্রধানতঃ রবিশেণ রাম পুরাণ , ভগজিনসেন আদি পুরাণ , পুন্নাট জিনসেন হরিবংশ । অরিষ্টনেবি পুরাণ , গুণভদ্র উতর পুরাণ (খ্রী:অ: ৯০০) এবং শুভচন্দ্র পাণ্ডব পুরাণ আদি পাংচটি পুরাণ অধ্যয়ন কলে দিগাম্বর জৈন স্রদায়র পৌরাণিক তত্ব উপলবধ হতে পারবে ।

এমন জৈন তীর্থঙ্কর চত্রি প্রায় একপ্রকার । তদমতন চক্রবর্তীরা চরিত্রতে মধ্য সমতা পরিলিক্ষিত হএ । নারায়ণ বলদেব ও প্রতিনারায়ণ জীবনী মধ্য এমন । জৈন পুরাণ কথা দুইভাগতে বিভক্ত করাগেছে - কথার তীর্থর ভাবাবলী পংচকল্যাণ ও ততকালীন চক্রবর্তী , নারায়ণ আদি কথা সন্নিবেশিত হএছে । বর্ণ্র্ঞনা পুরাণ অষ্ট অঙ্গ এবং অষ্টাদশ বর্ণ্র্ঞন, এদুটি দর্শাগেছে ।

পণ্ডিত সার্বভৌম মততে (১) লোককার , কথন্য (২) দেশনিবোশোপদেশ (৩) নগর সত পরিবর্ণ্র্ঞন (৪) রাজ রমণীয় ব্যাখ্যান (৫) তীর্থমহিমা সমর্থন , (৬) চতুর্গতি স্বরূপ নিরূপণ (৭) তপোদা

বিধান বর্ণ্ণন এবং (৮) প্রাপ্তি ততফল প্রবতন - এই জৈন পুরাণর অষ্টাঙ্গ ।

জৈন পুরাণতে প্রাক ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক রাজবংশ গুন বর্ণ্ণনা আছে ঃ ষটখণ্ডাগম , সূত্র গ্রন্থতে দ্বাদশ প্রকার পুরাণ ও দ্বাদশ জৈন শ্রমণ ও রাজবংশর উল্লেখ নিম্নমতে রহেছে -

বারসবিহং পুরাণং জগদিচ জিণবরেহি সববেহিং ।
তং সববং বণ্ঞেদি হু জিণবংশে রায়বংশেয় ॥৭৭॥
পঢমো অরহংতাণং বিদয়ো পুণচককবটি - বং শোদি ।
বিজহরণ তদিয়ো চউতথয়ো বাসুদেবাণং ॥৭৮॥
চারণ বংশো তহ ৫ মোদু ছট্টোয় পর্ণ্ণ-মসণাণং ।
সতমও কুরুবংশো অট্টমও তদয় হরিবংশো ॥ ৭৯ ॥
শবমোয় ইক খয়াণং দসমো বিয় কাসিয়াণ বোদ্ধবো ।
বাইণে ককারসমো শাহবং সোদু ॥৮০ ॥ (৬)

জৈন পুরাণতে বর্ণ্ণিতি দ্বাদশ জিন (শ্রমণ) ও রাজবংশ হল - তীর্থঙ্কর বংশ , চক্রবর্তী বংশ , বিদ্যাধর বংশ , নারায়ণ - প্রতিনারায়ণ বংশ , চারণ বংশ , প্রজ্ঞা শ্রমণ বংশ , কুরু বংশ , হরিবংশ , ঊশ্বাখু বংশ , কাশ্যপ বংশ , বাদি বংশ এবং নাথ বংশ । জৈন পুরাণতে এই বংশ গুন নুই ভাগতে বিভক্ত যথা - জিন (শ্রমণ) বংশ ও রাজ বংশ । অরিহন্ত বংশ , চারণ শ্রমণ বংশ , প্রজ্ঞা শ্রমণ বংশ এবং বাদি শ্রমণ বংশ - এই চারটি জিন বংশ অন্তভুক্ত । রাজবংশ গুন হল - চক্রবর্তী বংশ , বিদ্যাধর বংশ , নারায়ণ প্রতিনারায়ণ বংশ , কুরু বংশ , হরি বংশ , ঈষস্বাকু বংশ , কাশ্যপ বংশ এবং নাথ বংশ । জৈন পুরাণতে

এই বংশ মান বিষদ বিবরণী রহেছে ।

জৈন পুরাণতে তিনটি বিষয় সমালোচনা করাগেছে যথা (১) পুরাণগুন অত্যন্ত দীর্ঘ সময় বিভাগ (২) মহাপুরুষ দীর্ঘকায় শরীর তথা অকলনীয় পরমায়ু এবং (৩) কাল পরিবর্তনতে কর্মভূমি পরিবর্তন কিন্তু সমালোচনা যুক্তিযুক্ত মনেহএনা তবে বিংশ শতাব্দীতে গবেষণা হএছে তদ্বারা খ্যঈ:পূ: ৪০০০ শতক পূর্বতে মনুষ্য নিন্ধারণ করাগেছে । খ্রী:পূ: ৩০০০ বর্ষতে মিশর পিরামিড নির্মতি হএছে ।এইতে ঝ্ঞাত হএযে প্রাচীন কালতে মধ্য মনুষ্য বেশ উন্নত ছিল । এমন উন্নত সভ্যতা নিশ্চিত রূপে মনুষ্যর শহ শহ বর্ষর সাধনা ফল ।

দ্বিতীয়তঃ মহাপুরুষর শরীর আকৃতি তথা দীর্ঘ পরমায়ু সর্ক কত ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করে । প্রাচীন কাল বৃহতকায় মনুষ্য তথা অস্তি বা পিঞ্জরা বিভিন্ন স্থানতে আবিষ্কৃত হএছে । তাইতে অস্তিত্ব সিদ্ধ হএ । জুনজীব জতিকি বৃহতকায় তার জরয়ীবকাল ততকী দীর্ঘ । প্রত্যক্ষতে মধ্য ক্ষুদ্র প্রাণী ক্ষীণায়ু হএ ।

তৃতীয়তঃ সময়র পরিবর্তন ভোগভূমি বা কর্মভূমি রচনা গুন পরিবর্তন হএ । পূর্বতে ভোগক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র লোকরা বিনাশ্রমতে ও সুখস্বাচ্ছন্দ জীবিকা নির্বহ করছিল বোলে জৈন পুরাণতে জ্ঞাত হএ । লোকদের আবশ্যকতা কল্পবৃক্ষ দ্বারা পরিপূণ্র্ঞ হএ । ভাল-মন্দ , পাপ-পুণ্য কুনু ভিন্ন প্রবৃতি ছিলনা এহা হিঁ ভোগভুমি । ক্রমশঃ এই অবস্থার পরিবর্তন হএ কল্পবৃক্ষ বিলীন হল । আপণা আবশ্যকতা পূণ্র্ঞ জনে মনুষ্য কঠোর পরিশ্রম করল । ব্যক্তিগত সতি ভাব জাগ্রত হল । কৃষি ও পশুপালন উদ্যম আরস্ক হল । এমন ভাবে কর্মভূমি

অভ্যুদয় হল । এই ভোগভূমির স্বাভাবিক পরিবর্তন আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভ কহিলে অতুক্ত হবেনা । যারা স্বর্ণ্ণযুগের প্রাকৃতিক জীবন অধ্যয়ন করেছে তারাহিঁ তাপ্তর্য্য বুঝতে পারবে । আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল মনুষ্যর সমস্ত আবশ্যকতা বৃক্ষদ্বারা পূরণ হছিল । পরস্পর মধ্যতে সদভাব ও একতা রহছিল । ক্রমশঃ আধুনিক সভ্যতার উদ্যম ও কলা আবিষ্কার মনুষ্যকে আধুনিক সংস্কৃতি সহ পরিচিত করাল । জৈন পুরাণ অনুসার "প্রতিশৃতি" সভ্যতার প্রথম । সে সূর্য্য চন্দ্র বিষয়র বহু তথ্য উদঘাটন করেচ্ছল । তার পর সম্মতি , ক্ষেমন্ধর আদি জ্যোতিষ শাস্ত্র সর্কতে বহু জ্ঞান উপার্জন করে লোক মুখেতে প্রচা করল । তারা কত সামাজিক নীতি নিয়ম মধ্য নিয়ত করল ।

কত জৈন পুরাণতে প্রভাব ওডিআ সাহিত্যতে পরিদৃষ্ট হএ । শারলা মহাভারততে রাধা চক্র শব্দ ব্যবহার এহার প্রমাণ মিলে -

রাধা চক্রে বুলুঅছি সাত তাল উচ্চে
তালে উচ্চরে পটাএ অছি যে সুস
লক্ষে বল ধনুধরি সে পটারে উঠি ।

দৌপদি স্বয়ম্বর অর্জুন লাখ বান্ধবা সময়তে ঘূর্ণ্ণয়মান চক্র সন্ধিতে রাধা অথঁশথ ওক্ষ ভেদ করবা কথা জৈন হরিবংশতে উল্লেখ আছে । সারলা মহাভারততে এই রাধা শব্দর প্রয়োগ ছিল কিন্তু সংস্কৃত মহাভারততে রাধা শব্দর আদৌ উল্লেখ নেই ।তবে এই জৈন হরিবংশ সারলা দাস দ্বারা গৃহিত হএছে তার সন্দেহ নেই । (১০) চৈতন্যদাসর বিষ্ণুগর্ভপুরাণ এবং দীনকৃষ্ণ দাস রস কল্লোল মধ্য জৈন পুরাণ

প্রভাব পরিলক্ষিত হএ ।

দশম অধ্যায়

জৈন সাহিত্য ও যক্ষ পূজা

বৈদিক সাহিত্য ,জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং পুরাণতে যক্ষরা ভূত , কিন্নর , রাক্ষাস , বিদ্যাধর গন্ধর্ব, নাগ, দানব আদি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হএছে । যক্ষর বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি উক্ত গ্রন্থতে বণিঞত হএছে অমরকোষতে যক্ষ সর্কতে নিম্নক্ত উল্লেখ আছে -

"বিদ্যাধরপস যক্ষো রক্ষো গন্ধর্ব কিন্নরাঃ,
শিশাচো গুহঁকো সিদ্ধো ভূতমী দেবযোনয়ঃ ।"

বেদ তথা জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ আদি গ্রন্থতে যক্ষ শব্দো প্রয়োগ কেবল আশ্চর্য্যজনক অথবা ভয়ানক অর্থতে ব্যবহৃত হএছে । বেদ , ব্রাহ্মণ , উপনিষদ , সূত্র , পুরাণ আদি সাহিত্যতে যক্ষরা মহামানব রূপে অভিহিত । হরিবংশ পুরাণতে যক্ষরা কুবের ভণ্ডারঘর তথা উদ্যান রক্ষক বোলে বণঞনা করাগেছে । যক্ষর কার্য্যকলাপ সর্ক হরিবংশতে বণর্ঞনা আছেযে ,

"যক্ষোতমা যক্ষপতিং ধনেশং
রক্ষন্তি বৈপ্রাস গদাদি হস্তরঃ ।"

কুবের যক্ষরা অধিশ্বর বোলে মধ্য কত পুরাণ ও কথা সাহিত্য গ্রন্থতে উল্লেখ আছে ।(৩) বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশ অনুসার সিংহল দ্বীপ (শ্রীলঙ্কা) আদিম অধিবাসী ছিল যক্ষ । কত বৌদ্ধ জাতক যক্ষনগরগুন অবস্থিত ছিল যথা তম্বপণণি দ্বিপ , (সিংহল) সিরিসবথথু নামক যক্ষ নগর অবস্থিত ছিল । (৪) সংযুক্ত নিকায় এবং সুতানিপাত গ্রন্থ (৫)

গয়াবাসী সূচী লোম নামক যক্ষ গৌতমবুদ্ধ সহিত র্ধালোচনা করবা বণঞ্চনা রহেছে ।

জৈন অঙ্গ ও উপাঙ্গ প্রায় প্রত্যেক সূত্র যক্ষ ও যক্ষায়তমান বহু উল্লেখ রহেছে ঃ (৮) উতর ও পূর্ব ভারত প্রায় একশত যক্ষায়ত প্রতিষ্ঠিত হএছে । সেগুন মধ্রতে নিম্নলিখিত যক্ষায়তমান খ্যাতলাভ করেছে -

১) বর্দ্ধমানপুর মণিভদ্র

২) রাজগৃহ গুণশীল, কৃষ্ঠক ও মোগগর পাণি (মুদগর পাণি)

৩) কয়ংগলর ছতপলাস

৪)চার পূণর্ঞভদ্র এবং অঙ্গ মন্দির

৫) বাণিয়গ্রাম সুহম এবং দ্বীপলাস

৬) বৈশালীর বহুপতিয়া

৭) মিথিলার মণিভদ্র

৮) আলিভিয়ার শংখবন ও পতকালগ

৯) বারণসীর কোঠঠয় , অম্বসালবন এবং কোষ্ঠক

১০) কৌশাম্বী চংডোতরণ

১১) শ্রীবস্তীর কোঠয় ও কোষ্ঠক

১২) মথুরার সুদর্শন ও ভণ্ডীবরণ

১৩)হস্তিনাপুরর সহসম্ববন

১৪) দ্বারবতীর সুরপ্রিয়

১৫) পাটলিপুত্রর অজকলাপক

১৬) কল্যিপুরর সহস্রাম্রবণ

১৭) আলভীর শংখবণ

১৮) সাকেতর সুরপিপয়(৯)

প্রত্যেক জৈন তীর্থর যক্ষ-যক্ষিণী যুগল ছিল। সাধারণতঃ যক্ষরা শাসন দেব ও যক্ষিণীরা শাসনদেবী বলাযাএ । তারা তীর্থদের ভক্ত ও পরিচারক রূপে বিবেচিত । জৈন স্রদায়তে নারীরাযক্ষিণীকে তাদের নেত্রী ও বিদ্যাদাত্রী বোলে মান্য করে । ভারতর বিভিন্ন অঞ্চলতে যক্ষ-যক্ষিণীরা গ্রাম দেবতা ও গ্রাম দেবী রূপে পূজিত হএ । যক্ষরা মনুষ্যর জন্ম ও মৃত্যু সর্ক অভিলিপ্ত । কুবেরপুর রাজা বৈশ্রবণ নামক যক্ষ সর্বলোক দ্বারা নমস্কৃত হএ বোলে রামায়ণতে বণ্ঞিত হএছে । বৈশ্রবণ ছিল গুহ্যক বা যক্ষদের রাজা -

"কুবেয়র ভবনং রম্যং নির্মতিং বিশ্বকর্মণা ॥
বিশালা নন্দিনী যত্র প্রভৃত কমোলপলা ।
হংস কারণ্ড বা কীর্ণ্ণা অপসরোগণ সেবিতা ॥
তত্র বৈশ্রবণো রাজা সর্বলোক নমস্কৃতঃ ।
ধনদোরমতে শ্রীমান গৃহ্যকৈঃ সহযক্ষরাট ॥ (১২)

শক্তি উপাসনা প্রভাব দ্বারা জৈনধর্ম যক্ষিণী পূজা প্রচলন হএছে । উতরাধ্যয়ন সূত্র ও আচার দিনকর প্রভৃতি গ্রন্থ বিভিন্ন দেবী নাম স্বরূপ সম্বন্ধতে পরিচয় মিলে । জৈন ধর্মতে শক্তিবাদ ও দেবীতত্ব অনুশীলন করে গবেষকরা তীর্থর শাসন দেবী যক্ষিণীর সর্বাগ্রগণ্য বোলে স্বীকার করে । (১৩) আচার দিনকর গ্রন্থতে দেবীর তিনটি শ্রেণী বিভক্ত করা গেছে । তারা হল প্রসাদেবী, সংপ্রদায় দেবী ও কূলদেবী । কূলদেবীরা সাধারণতঃ তান্ত্রিক দেবী । তার মধ্য কালী , কঙ্কালী , চামুণ্ডা , কামাক্ষা, দুর্গা , গৌরী , যম ও ক্রান্তিমুখা প্রভৃতি প্রধান (১৪)

কালী , কঙ্কালী , চামুণ্ডা , কামাক্ষা, দুর্গা , গৌরী , যম ও ক্রান্তিমুখা প্রভৃতি ষোডশ বিদ্যাতে নামাল্লখআছে । হিন্দু ধর্মতে চউষঠি যোগিনী মতন জৈন গ্রন্থতে মধ্য চউঠি যোগিনী কথা বণ্ঞিত আছে । তাদের হস্ততে নানা অলঙ্কার মণ্ডিত হএ বিভিন্ন মুদ্রাতে পরিদৃষ্ট হএ । কত যক্ষিণী অতি সুন্দর , মায়াবিনী , দয়াময়ী এবং শক্তি সন্না । কতমততে রামায়ণতে তাডকা এই শ্রেণীভুক্ত ।

প্রাচীন কালতে পুত্র সন্তান লাভ আশাকরে যক্ষারাধনা করছিল । বৈদিক , জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যতে এহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে । এ সর্কতে দম্মপদ বন্নিত কথা উল্লেখযোগ্য । একবার শ্রীবস্ত্রী নগরীতে মহাসুবন্ন নামক গৃহস্থ বাস করছিল । একবার স্নান করে গৃডষখ ফ্যত্যাবর্তন করবা সময় যক্ষাধিষ্ঠর এক মহান বৃক্ষ দেখল । মহাসুবণ্র্ঞ ধনধশড়্যাদি সমৃদ্ধ ছিল মধ্য তার পুত্র সন্তান । তবে সে বৃক্ষর চতুঃ পার্শ্বতে পতকা উতলন করল । তার পুত্র সন্তান জাত হলে বৃক্ষকে পূজাকরবে বোলে প্রতিজ্ঞা করল ।

সন্তানপতি অভিলাষ পূণর্ঞ করবা সম্বন্ধ হরিণমেষী বা নৈগমেগ নাম কল্পসূত্রতে জ্ঞাত হএ । মথুরা প্রাপ্ত শিলালেখা হরিণমেষী ভগবানেমেসো বোলে বলাযাএ ।অন্তর্গত সূত্র ষষ্ঠ অধ্যায়তে হরিণগমেষী সর্ক নিম্নলিখিত আখ্যান জাণাযাএ -

উদলিপুরতে সুলসা নামতে গৃহিণি বহুদিন পর্য্যন্ত পুত্র সন্তান নাহবাতে অত্যন্ত ভক্তি সহকাতে হরিণগমেষীকে আরধনা করল । সুলসার প্রগাঢ ভক্তিতে প্রসন্ন হএ হরিণগমেষী সুলসা এবং কৃষ্ণর মাতা দেবকীকে এক সঙ্গে গর্ভবতী করাল । সুলসা এবং দেবকী

যথাক্রমে মৃত ও জীবিত পুত্র জন্ম হল । ততপশ্চাত কৃষ্ণ হরিণগমেষী আরধনা করতে সুকুমাল নামক এক পুত্র সন্তান জন্ম হল । সেমন গঙ্গদত (১৮) এবং সুভদদা (১৯) মধ্য যক্ষপূজা করে সন্তান প্রাপ্ত হল ।

চবিশতীর্থঙ্কর এবং তার শাশন দেব (যক্ষ) ও শাসন দেবী (যক্ষিণী) নাম নিম্নতে প্রদত হল -

	তীর্থঙ্কর	শাশনদেব	শাশনদেবী
১.	রুষভনাথ	গোমুখ	চক্রেশ্বরী
২.	অজিতনাথ	মহাযক্ষ	রোহিণী
৩,	সস্কবনাথ	ত্রিমুখ	পজ্ঞাপ্তী
৪.	অভিনন্দননাথ	যক্ষেশ্বর	বজ্রশৃঙ্কল
৫.	সুমতিনাথ	তুম্বরু	পুরুষদতা
৬.	পদ্মপ্রভ	কুসুম	মনোবেগা
৭.	সুপার্শ্বনাথ	মাতঙ্গ	কালি
৮.	চন্দ্রপ্রভ	বিজয়	জস্কালামালিনী
৯.	সুবিধিনাথ	অজিত	মহাকালি
১০.	শঈথওড়শথ	ব্রম্মা	মানবী
১১.	শোয়াংশনাথ	ঈশ্বর	গৌরী
১২.	বসুপূজ্য	কুমার	গান্ধারী
১৩.	বিমলনাথ	শেতমূ	বৈরোটী
১৪.	ধর্মনাথ	কিন্নর	মানসী
১৫.	অনন্তনাথ	পাতাল	অনন্তমতী

১৬.	শান্তীনাথ	কিংপুরুষ	মহামানসী
১৭.	কুন্থনাথ	গন্ধর্ব	বিজয়া
১৮.	অরনাথ	যক্ষেন্দ্র	তারা
১৯.	মল্লিনাথ	কুবের	অপরাজিতা
২০.	মুনিসুবঅত	বরুণ	বহুরূপিণি
২১.	নমীনাথ	নন্দিগ	চামুণ্ডা
২২.	নেমীনথা	সর্বাহণ	অম্বিকা
২৩.	পার্শ্বনাথ	ধরণেন্দ্র	পদ্মাবতী
২৪.	মহাবীর	মাতঙ্গ	সিদ্ধায়িকা

জৈন সাহিত্যতে যক্ষ, যক্ষায়তন-তথা যক্ষ পূজানুষ্ঠান বিস্তৃত বিবরণী এবং ওডিশা তথা ভারততে প্রাপ্ত প্রতিমাতে প্রাচীন ভারতর যক্ষ পূজা বিষয় প্রমাণিত হএ ।

একাদশ অধ্যায়

মন্দির ও মূর্তিদের উপতি

ভারতবর্ষ অথবা কুনু দেশ মূর্তি পূজা এবং মন্দির উতপতি এক সঙ্গে হএনি বোলে ডক্টর প্রসন্ন কুমার আচার্য্য মতব্যক্ত করে ।দেবায়তন শব্দ পূজা স্থলে মূর্তি আবশ্যকতা সূচিত করেনা । বৈদিক যুগতে মূর্তি পূজক প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বস্তুগুন হিঁ পরমেশ্বর সতা মিলেনা । পরবর্তি কালে লোক পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান অথবা সর্বব্যাপি সদৃশ রূপে কল্পনা করল । মূর্তি প্রতিষ্ঠা পরে দিন্দু রীতিতে পূজা-নিয়কাদি প্রচলিত হএ ।

মন্দির উতপতি সম্বন্ধ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেচর দাস বলে সম্বতঃ চৈত

শব্দথিকে উদ্ধৃত । মহাপুরুষ চিতা উপরে বৃক্ষরোপণ , পাষাণ্ড খণ্ড স্থাপন কিম্বা মৃত শরীর উপরে চতুষ্ক নির্মাণ চৈত্য নামতে অভিহিত । কালক্রমে মহাপুরুষ মান মূর্তি নির্মতি হবা চৈত্য রূপে বিবেচিত । কিন্তু ডক্টর আচার্য্য কথন হছে চৈত্য অথবা কবর সহ মন্দির কুনু সম্বন্ধ নেই । সে মন্দির উতপতি সম্বন্ধতে কল্পসূত্রর উল্লেখ আছে । কল্পসূত্রর কত অংশ শৃল্য সূত্র বলাযাএ , যাতে বেদী নির্মাণ করবা রীতি ও তার দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বণর্ঞনা রহেছে । মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হিরালাল ওঝা মততে মূর্তি পূজা প্রারম্বিক বিকাশ । তবে জে.এন.বানার্জি মততে (১) ঊতর বৈদিক যুগতে মূর্তি পূজা প্রচলন ছিল ।

হিন্দু শিল্প শাস্ত্রতে " মানসার" ," শান্তিক" , " পৌষ্টিক" , " জয়দ" আদি মন্দির গুন নামাউলেখ আছে । উক্ত মন্দিরগুন প্রত্যেক বিভাগ র্ঘৈ্য ও প্রস্থ আদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শাগেছে। মন্দির উপর ভাগ সর্ব প্রথম চেপটশ(গুম্স্কার আকার) ছিল । পরে গোলাকার ছাত নির্মতি হতে লাগল । গোলাকার ছাত গুন শিখর , শিখা , শিখান্তর ও শিখামণি চার ভাগতে বিভক্ত । হিন্দু , জৈন ও বৌদ্ধ মন্দির গুন শিখর নির্মাণ প্রণালী বিশেষ পরিলক্ষিত হএনা । মাত্র কত ক্ষেত্রতে উচতা বৈষম্য পরিদৃষ্ট হএ । প্রাচীন মন্দির গঠন প্রণালী ভেদ বিশেষজ্ঞরা " নাগর" , " বেসর " ও " দ্রাবিড " - এমন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে । (৭)

" নাগরং দ্রাবিডং চৈব বেসরংচ ত্রিধামতম ।
কণ্ঠাদারভ্য বৃতংয়দ বেসরমিতি সতম ।
গ্রীবমারভ্য চাষ্টশ্রং বিমানং দ্রাবিডাখ্যকম ।

সর্বংবৈ চতুরশ্রংয়ত প্রসাদং নাগরং ত্বিদম ॥

“ দেবাস্রং নাগরং প্রোক্তং বস্বস্রং দ্রাবিডং ভবেত

সুবতি বেসর প্রেক্তমোভ্রং স্যাতু ষডস্রকং “ ।

কালক্রমে তিন প্রকার মন্দির গঠন প্রণালি মিশ্রণতে কেবল নাগর ও দ্রাবিড শৈলী মন্দির নির্মতি হল । কিন্তু ওডিশার স্থাপত্য শৈলী তিনটি শ্রেণীতে অন্তভুক্ত । তার স্বতন্তা সতা ছিল । ওডিশার মন্দির গুন কলিঙ্গ নামক এক স্বতন্ত শৈলীতে নির্মতি হএছে । কণ্ঞাটক রাজ্য বেল্লা জিল্লা হোললতে অবস্থিত অমৃতশ্বর মন্দির নির্মাতা ৬৪ কলা ও চারপ্রকার স্তাপত্য (নাগর , কলিঙ্ক, দ্রাবিড ও বেসর) শৈলী ক্ষেত্রতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে । (১০) এই প্রমাণিত হএ যে প্রাক মধ্য যুগতে (খ্রী:অ: ৬০০- ১২০০) কলিঙ্গ শিল্পীরা স্থাপত্য ক্ষেত্রতে এক স্বতন্তা অধিকার করে ।

ওডিশার শিল্পীরা ময় ও মণ্ঢন শিল্পনীতি অনুসরণ করে নিআলিতে শোভনেশ্বর মন্দির ও ভুবনেশ্বরতে ১২৭৮ খ্রী:অ:তে গঙ্গরাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব কন্যা চন্দ্রিকা দেবী দ্বারা নির্মতি অনন্তবাসুদেব মন্দির অভিলেখা জাণাযাএ । শোভনেশ্বর মন্দির খোদিত শিলালিপিতে জাণাপডে যে বৈদনাথ আজ্ঞাতে সাবক নামক ব্রাহ্মণ নিজর কৃতিত্ব দ্বারা এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করল , যাইকি কলা ভাস্কর দ্বারা শোভিত হএ ধর্ম ও আমোদ ক্রীডাস্থলী ছিল ।

“ ময় মণ্ডন গর্ভ গহ্বর শ্রী..

প্রজ্ঞা সুন্দর মন্দিরং কুলগৃডঠ ড়ঈষথঃ

কলা সংপদা মেকং ধমচ ধর্মনর্ম সদনং

ভুতো দ্বিজঃ সাবনঃ চেনা রোপ্য ময়োপমেন
কৃতিনা শ্রী বৈদনাথাজ্ঞায়া “

ভুবনেশ্বর একমাত্র বিষ্ণু মন্দির অনন্ত বাসুদেব মন্দির শিলালেখাতে মধ্য উক্ত মন্দির ময় ও মণ্ডন শিল্পনীতি অনুসার নির্মতি হএছে জাণাযাএ -

“ অয়মতি শয়িতং মৃগাংক চূডামণি মুররীকৃত হেলিমৌলিকভাবঃ
অপি তুহিন ঘরং জহাস দেবময় মণ্ডন গর্ভ গহ্বর শ্রীঃ “ ॥

উতর ভারত (নাগর) ও দক্ষিণ ভারত (দ্রাবিড) তথা ও প্রণালী সমিশ্রণতে কলিঙ্গ মন্দির নির্মাণ কৌশল গঢে উঠল ।

তবে নাগর রীতি অনুযায়ী মন্দির সিংহদ্বার , প্রাঙ্গণ , আমকল নির্মাণ এবং দ্রাবিড শৈলী অনুসার শিখর মন্দির নির্মাণ ওডিশাতে দেখাযাএ । এ সর্কতে বিষদ বিবরণী ডঃ পি.কে.আচার্য্যর “ Indian Architecture According to Manasara Silpasastra ” তে প্রদত হএছে ।

মধ্যযুগতে শৈব ও জৈন ধর্মালম্বীরা মধ্যতে মন্দির নির্মাণ ক্ষেত্রতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হএছে । এই প্রাচীন যুগতে জৈনভিক্ষুরা বিশ্বাস ছিল যে তারা বনবাস করবা উচিত এবং গৃহী বিশেষতঃ নারীরা সহ সর্ক রক্ষা করবা অনুচিত । কিন্তু আদি মধ্যযুগতে জৈন ভিক্ষুরা বনবাস অপেক্ষা চৈত্যাবাস উপরে গুরুতবারোপ করল । এমনকি তারা গ্রাম ও নগরতে স্থায়ী বসতি স্থাপন কলে বৃহত কল্প ভাষ্য লিখিত আছে । উক্ত স্থান গুন তারা জৈন ধর্মর স্থিতি সুদৃঢ করবা নিমন্তে জৈন মন্দির নির্মাণ কল । জৈনভিক্ষুরা মন্দির নির্মাণ কলে সাংসারিক মোহ-মায়া আকর্ষণ মুক্তিজনে স্বর্গলাভ করবে বোলে বরাঙ্গ চরিততে উল্লেখ আছে

। জৈন মন্দির স্বল্প ব্যয়তে নির্মতি হতেপারে এবং জৈন মন্দির নির্মাণ পুথিবীর বড সুখ বোলে জটাসিংহ নন্দী মতব্যক্ত করেছে । (২৭)

ময়শাস্ত্র , কাশ্যপ শিল্প আদি প্রাচীন হিন্দু শিল্প গ্রন্থতে জৈন এবং বৈদ্ধ মন্দির তথা মূর্তি বিষয় ক্বচিত উল্লেখ মিলে । মানসার আদি কত গ্রন্থতে জৈন , বৌদ্ধ তথা কত হিন্দু মন্দির নগর তথা গামর বহির্ভাগ নির্মিত হবা আবশ্যক বোলে লিখিত আছে -

দুর্গাং গণপতিংচৈব , বৌদ্ধং জৈনং গণালয়ম
অন্যেষাং ষণখাদীনাং স্থাপয়েন্ন গরাদ বহিঃ ॥
(মানসার ,৬ , ৪০৫-৬)

পরন্তু মনসার বণ্র্ঞতি এই উক্তি সার্থকতা ইতিহাস দ্বারা বিশেষ সমথিত হএনা ।মানসার বৈষ্ণব পক্ষপাত থাকবা নিশ্চিত । তবে কেবল নগর মধ্যতে বিষ্ণু মন্দির স্থাপন উক্ত গ্রন্থতে সমর্থন করাগেছে ও বিষ্ণু মন্দির থাকবা নগর হিঁ রাজধানী হবা উচিত বোলে উক্ত গ্রন্থতে দর্শাগেছে ।

"নত্রাগতে নগর্য্যন্ত যদি বিষ্ণালয়ং ভবেত
রাজধানী তি তন্মাম বিদ্বভির্ব ক্ষতে সদা " ॥
(মানসার , ১০, ৪৭)

বসুনদী , এক সদ্ধ , আশাধার , বিবেক বিনাশ আদি গ্রন্থ গুন মধ্য মন্দির তথা মূর্তি সম্বন্দীয় কত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ আছে ।

প্রস্তুত প্রবন্দতে মনিদর ও মূর্তি সর্ক প্রাচী ও পাশ্চাত্য বিদ্বান মত বিচার কলে জাণাযাএ যে প্রোক্ত বিষয় অদ্যাপি কুনু নিশ্চিত ধশণণা হতে পারেনি । এমন গুরুত্বপূণ্র্ঞ বিষয় উপরে কুনু প্রামাণিক মতব্যক্ত

করবা মধ্য সহজ নেই । অতএব অনুমান হিঁ এ প্রকার আলোচনা মূল আধার বোলে কহিলে অতুক্তি হবেনা ।

জৈনধর্ম ও চিত্রকলা

সাধারণতঃ উন্নত সাহিত্য এবং উত্কৃষ্ট কলা মাধ্যমতে যে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেথাকে।এ ধৃষ্টিকোনথেকে জৈনধর্ম বিচারক ও বিবেচক দ্বারা সমাদৃত এবং লোক কল্যাণ কিম্বা দার্শনিক গরিমাতে যে কোন ধর্মর সমকক্ষ। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস সংগে জৈন কলা ও সংস্কৃতি ওতপ্রোত ভাবে জডিত। জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যকু বিশ্লেষণ কলে জৈনধর্ম সম্বন্ধীয় বহু তথ্য উদঘাটিত হতেপারবে।কলার মাধ্যমতে যে কোন ধর্মর তত্ব উপলবধ হএথাএ। তাইজনে সমাজতে ধর্মকু জনপ্রিয় ও চিরস্থায়ী করবাতে শিল্পী তথা শিল্প কলার ভূমিকা বাস্তবিক মহত্বপূর্ণ্ণ। ইতিহাস সংকলনর কত মৌলিক উপাদান কলার মাধ্যমতে প্রাপ্ত হএথাকে।পরপপা ও মোহেঞ্জোদারোথেকে আবিস্কৃথ নগ্ন পুরুষ মূতিস্কু (১)যদি জৈন তীর্থঙ্কর বোলি বোলাযাএ তেবে এহা নিশ্চিত যে কলার বিকাশ অতি প্রাচিন কালথেকে দেশর বিভিন্নক অবস্থা ও সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ মধ্যতে নবনব রূপতে পরিস্স্কুট হএছে।এ রূপায়ন মধ্যতে বিভিন্ন ধর্ম , তাহার প্রতীক ,এবং পূজিত প্রতিমার বিভিন্ন পরিধান, আয়ুধ ও বাহন প্রকৃতি যে সূচনা মিলে তাহাএক নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যর প্রমাণ দিএ।

কত বিদ্বান ভারতীয় কলা অধ্যয়নর প্রারম্ভিক জৈন, বৌদ্ধ অথবা হিন্দু (ব্রহ্মণ) শৈলীর কলা মধ্যতে বর্গীকরণ করবার উদ্যম করেছিল।কিন্তু বুহলর ঙ্ক (২) মতন ঐতিহাসিকরা এহি তৃটিপূর্ণ্ণ বর্গীকরণ মার্জত করি ভারতীয় কলা এক অবিচ্ছন্ন প্রবাহ রূপে জীবিত রহেছে বোলি মত ব্যক্ত করেছে।জৈন,বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাদি দেশ কাল ও

পাত্রর আবশ্যকতানুসারে কলার চর্চ্চা করাগেছে।স্তূপ,চৈত্য পবিত্র বৃক্ষ, কিম্বা চক্র।এসব ধর্মতে ধর্মর প্রতীক ও কলার বৈশিষ্ট্য ঘেনি এক স্রোততে প্রবাহিত।বিখ্যাত কলাবিত অনন্দকুমার স্বামী ঙ্ক মততে (৩) ভারতীয় কলা ধর্মমূলক হেলে মধ্য তাহার শৈলী স্রাদায়িক দোষতে দুষ্ট নুহেঁ।এহি সত্যপ্রত ধ্যান না দিএ কত পণ্ডিত জৈন কলা বিষয়তে বহু ভ্রমাত্মক মত পোষণ করেছে। জৈন এবং বৌদ্ধ গুম্স্কা ও মন্দিরমানঙ্কতে খোদিত অপসরা এবং যক্ষ মূর্তি মানঙ্ক র্সকতে পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়স্বীল বোলত, সেগুলি হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য কলার প্রভাবর ফল॥ মাত্র কলার এহি প্রতিকমানঙ্ক উপরে ব্রহ্মণ্য স্রদায় বা হিন্দুধর্মর যত অধিকার ছিল জৈন এবং বৌদ্ধমানঙ্কর তাথেকে কম ছিলনা। ভারতীয় কলার এতিনিটি শাখা ,যথা জৈন, বৌদ্ধ, ও হিন্দু কলা পরস্পর মধ্রতে নির্ভরশীল হবা পরিবর্তে সমনাশ্রয়ী ছিল।সুতরাং জয়স্বলঙ্ক উক্তি গ্রহণীয় নুহেঁ।

মানব শিশুর চক্ষু উন্মীলিত হবামাত্রে বাহ্য সৃষ্টির বিবিধ বস্তুগুডা অলখ্যতে তার কল্পানাশীল মনরে প্রতিফলিত হএথাএ। সংসারর প্রত্যেক পরমাণু এহা উপরে প্রভাব ফেলেথাকে।যারা এ সংসার গ্রহণ করবার সমর্থ হএ ওরা বৈশিষ্ট্য পরিস্স্কুট হএ।এ গৃহিত সংসারকে মনুষ্য কেবল নিজ মধ্যরে আবদ্ধ করতে চহেঁনা।বরং অন্য নিকটতে প্রকাশ জনে ব্যগ্র হএ।মানব হৃদয় ও মস্তিস্কর রচনা হিঁ এমন হএছে যে তদ্বারা সংসারর বাতাবরণ তাহাকে প্রভাবিত করে ।প্রখর পবন জল রাশি উপরে নিজর প্রভাব অঙ্কিত কলা ভলি মানব মস্তিস্করে মধ্য জড চেতন পদার্থর চিত্রগুডিক অঙ্কিত হএথাকে।মনুষ্যর আত্মাথেকে এক

নৈসর্গীক প্রেরণা উত্পন্ন হএ।সেহি চিত্রগুডিকু অভিব্যক্ত করবা জনে অভিব্যঞ্জনা এহি প্রণালী হিঁ কলা।কলাত্মক অভিব্যক্তি দ্বারা মনুষ্যকে পশু পাখীমানঙ্কথেকে পৃথক, করাগেছে। যে কোন দেশর সভ্যতা তথা সাংস্কতিক পররা উক্ত দেশর কলাত্মক কীর্তি দ্বারা পরিপৃষ্ট। যেমন আত্মা বিহিন শরীর হছে জড; সেমন কলা কৃতি বিহীন সংস্কৃতি নিরস। কলাত্মক কীর্তি বিনা সংস্কৃতির স্বরূপ অস্পষ্ট হএথাকে।

বিশ্বর ললিত কলামানঙ্ক মধ্যরে চিত্রকলার স্থান অদ্বীতীয়।কথিত আছে- যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগাণাং যথাণ্ডজনাং গুরুডঃ প্রধানঃ যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতিশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ । অর্থাত যেমন অণ্ডজ প্রাণীমানঙ্ক মধ্যরে গরুড, পর্বতমানঙ্ক মধ্যরে সুমেরু , লোকদের মধ্যরে রাজা প্রধান, সেমন কলা মধ্যরে চিত্রকলা প্রধান।(৪)।চিত্রকলা মাধ্যমরে মানব জাতির ব্যাপক ও গস্কর ভাবগুডিকু সর্বসাধারণঙ্ক সম্মুখতে উপস্থাপিত করাযেতেপারে। জৈন শিল্পীরা মূক ভাষাতে নিজর মস্তিস্কর বিচার ও হৃদয়র গুঢতম ভাবনাগুডিকর প্রবাহকু তূলী ও রঙ্গ সাহায্যতে রূপায়িতকরেছে।কাগজ উপরে চিত্রাঙ্কন করবা ক্ষেত্ররে জৈন শিল্পীরা হিঁ অগ্রণী ছিল।কলা সমালোচকমানে জৈন চিত্র কলাকু পৃথক স্থান দিএ ছিলনা মধ্য বিশেষ ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে তাকে ভারতীয় কলার অন্তর্ভুক্ত করাগেছে।তথাপি এতিক সবাই স্বীকার করছে যে জৈন চিত্রগুডিকর অভিব্যঞ্জনার সম্বন্ধ ধর্ম সহ স্থাপন কলে মধ্য জৈন চিত্র হৃদয়র তন্ত্রকু ঝঙ্কৃত করবারে সমর্থ হএ।

জৈন চিত্রগুডিকরে এক প্রকার নির্মলতা,স্স্কূর্তি ,ও গতিবেগ অবশ্য পরিলক্ষিত হএ।এহি চিত্রগুডিকর পররা অজন্তা, এলোরা, বাঘ,

সতন্নবাসল , বিদিসা, কহ্নেরি এবং বাদামির ভতি চিত্ররে পরিস্স্কুট হএছে(৫) ।এহি চিত্রগুডিকথেকে বহু কিছি তথ্য এবং উপাদান মিলেথাকে যদ্বারা সমকালিন সভ্যতা জানতে হএ।এ চিত্রগুডিক সামাজিক সংস্কৃতির এক দলিলবোললে অতুক্তি হবেনা। বিশেষতঃ ততকালিন জনসাধারণঙ্কর চালিচলণ ,খাদ্য, পোষাক, অলঙ্কার, সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতি-নিতি, হাব-ভাব, পর্ব-পর্বাণী ও সামান্য উপযোগী কত বস্তু আদির যথেষ্ট আভাস মিলে। জৈন চিত্রগুডিকতে এক নৈসর্গীক অন্ত প্রবাহ গতি ও ভাব নিদর্শন বিদ্যমান।৬।

বত্সায়নঙ্ক কামসূত্রতে চিত্রকলাকে চউষঠিকলা মধ্যরে অন্যতম বোলি বিবেচনা করাগেছে। কামসূত্রর টিকাকার যশোধর ঙ্ক মতরে চিত্রকলার ষঢ অংগ হল-রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, যোজনা ও বণ্নিকা ভাঙ্গা গুপ্ত যুগতে রচিত বিষ্ণু ধর্মোতর পুরারতে চিত্রবিদ্যা, চিত্রকলার শ্রেণীকরণ ও ভিতিচিত্রর শৈলী সর্কতে এক সংপূর্ণ্ন অধ্যায় আছে।সেথে ধর্মানুষ্ঠান ,রজপ্রসাদ, এবং সাধারণ বাসগৃহ নিমন্তেবিভিন্ন প্রকার চিত্র বণ্নিত আছে। জৈন মততে দর্শন থেকে চিত্রকলার উত্পতি।৭।

গুপ্তযুগতে চিত্রকলার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হএছিল। বিশাখদতখঙ্ক রচিত মুদ্রারাক্ষসর যামপট ও বুদ্ধঘোষঙ্কর চরণ চিত্র বর্তমানর পটচিত্র সদৃশছিল। মনুষ্য স্বকৃত কর্মর ফল পরজন্মতে কেমন ভোগকরে সে সংপর্কতে বস্ত্র উপরে অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রকু যামপট বোলাযাছিল।চিত্রাঙ্কন মাধ্যমতে মনুষ্যর সুখ-দুঃখর যে ভাবকে ব্যক্ত করাগেছিল তাহা চরণ চিত্র নামতে অভিহিত ।সর্বসাধরণঙ্কু সচেতন করবার উক্কেশ্যতে এহি যামপট ও চরণ চিত্র গুডিক ভ্রাম্যমাণ চিত্রশালা ওকলাকুঞ্চ গুডিকতে

প্রদশিত হএছিল।ন্যায়ধম্মকহা (৮)জৈনগ্রন্থথেকে জ্ঞাত হএ রংগ, তূলী ও চিত্রপট এক সাধারণ চিত্রকরর অত্যাবশ্যকীয় পদর্থমধ্যরে পরিগণিত হএছিল।জৈনচিত্রকর ও শিল্পীরা সমসাময়িক আধ্যাত্মীক ও বৌদ্ধিক চিন্তাধারাকে চিত্র মাধ্যমতে রূপায়িত করবারে অভুত পূর্ব সফলতা লাভ করেছিল। অন্তর্নীহিত সৌন্দর্য্যকে অভিব্যক্তকরে দর্শকঙ্ক মনরে বিভিন্ন ভবে ও জ্ঞান উদ্রেক করবা ছিল জৈন চিত্রকরমানঙ্ক চরম লক্ষ। কত চিত্রকর এতে উত্কর্ষ লাভ করেছিল

শিল্পরত্ন

রসচিত্রর ঊদাহরণ মিলে ন্যায়াধম্মকহা গ্রন্থর এক মনোরঞ্জন আখ্যায়িকারু। মিথিলা নরেশ কুম্ভরাজঙ্ক পুত্র মল্লদিন কলাপ্রেমী ছিল।তাঙ্ক প্রতিষ্টিত এক সুন্দর চিত্রশালার আভ্যন্তরীণ কন্থতে একজন কুশল চিত্রকর রাজকুমারী মল্লিকাঙ্কর কেবল অঙ্গুষ্ঠিটি দেখি তাঙ্কর এক পূর্ণবয়ব চিত অঙ্কন করেছিল ।রাজকুমার তাঙ্ক জ্যেষ্ঠ বোন (মল্লিকা) ঙ্ক চিত্র দেখেকে তাঙ্ক মনতে চিত্রকর ও রাজকুমারী মল্লিকাঙ্ক মধ্যরে প্রণয় সর্ক থাকবার সন্দেহ তাজ হএছিল।তাইজনে সে চিত্রকরকে প্রাণড়ণ্ড আজ্ঞা দিল। কিন্তু যখন সে জনতে পারল যে তাহা কেবল চিত্রকরর অনুপম কলা চাতুরীর পরিমাণ তখন সে চিত্রকরর তূলী ও রঙ্গ পাত্র আদিকে ভগ্নকরে দূরকে ফেলে দিল।(৯)।লেপ্য চিত্র অধুনাতন পট্টচিত্রর প্রায় অনুরুপ ছিল। চালগুডা, খডিগুডা এবং আবশ্যকতানুযায়ী বিভিন্ন রঙ্গতে যে চিত্র অঙ্কিত হছিল তাহা ধূলিচিত্র নামতে কথিত।

রজন্য ও সম্ভ্রন্ত বর্গঙ্ক প্রাসাদতে চিত্রশালা ও চিত্র সদ্ম বিদ্যমানথাকবার উল্লেঢখ কত জৈন গ্রন্থথেকে পাওযাএ।তন্মধ্যরে রাজা

জিয়সতু ও দুর্মূখ ঙ্ক চিত্রশালা উল্লেখ যোগ্য (১০)।জিয়সতুঙ্কর চিত্রশালার মসৃণ চটণতে জণে চিত্রকর কন্যাময়ূর পুচ্ছর সুন্দর চিত্রটি অঙ্কন করেছিল।রাজা জিয়সতু তাকে প্রকৃত ময়ূর পুচ্ছ মনেকরে গোটাবা সময়ে তাঙ্ক আঙ্গুলর নখ চটাণতে ঘর্ষতি হএছিল। ফলরে সে ব্যথা অনুভব কলে। রাজগৃহর জণে পুঞ্জিপতিঙ্কর নগর উপকণ্ঠতে চিত্রশালাটিএ ছিল। সেখানে কত প্রতিকৃতি চিত্র,রসচিত্র ও ধূলিচিত্র প্রদশিত হএছিল।(১১)।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোনথেকে জৈন চিত্রকলা সম্বন্ধতে বিচার কলে জ্ঞাত হএ যে আজথেকে প্রায় ২০০০ বর্ষপূর্বে গুম্স্কা, মন্দির, মঠ বা বিহারমানঙ্কর ভিতি উপরে চিত্রাঙ্কন করবার প্রথা জৈনমানঙ্ক মধ্যরে প্রচলিত ছিল। এহি প্রাচিন স্থাপত্যর ধ্বংসাবিশেষ আজি সুদ্ধা জৈন চিত্রকলার মহত্ব ও ভব্যতার রহস্যকু সুরক্ষিত করছে। মধ্যপ্রদেশ অন্তর্গত সরঙ্গুজা জিল্লাতে রামগির নামক এক পাহাড অবস্থিত। সেখানে যোগীমার নামক গুম্স্কা চিত্রিত হএছে।এহি প্রাগ্ ঐতিহাসিক চিত্রকলা ততকালিন স্পেন, মেকসিকো, ক্রিট আদি দেশর চিত্রকলা সদৃশ। যোগীমার গুম্স্কার প্রধান দ্বারতে এক সুন্দর ভাবপূর্ণ্ণ চিত্র অঙ্কিত হএছে।প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার রঙ্গ ও রেখাগুডিক দৃষ্টিথেকে এহা অপূর্ব।এহি চিত্রর কত আকর্ষণীয় অংশ নিম্নরে প্রদত হল-

১) এক বৃক্ষর পাদদেশতে এক জনে পুরুষ ,এবং বাম পার্শ্বরে অপসরা এবং গন্ধর্বঙ্ক চিত্র অঙ্কিত।

২) কত পুরুষ, চক্র তথা বিবিধ প্রকারর অলঙ্কার চিত্রিত।

৩) বৃক্ষ উপরে পক্ষী, পুরুষ ও শিশুর চিত্র । চতুস্কিাতে মানব সমূহ

উপস্থিত ।

৪) পদ্মাসনস্থ পুরুষ মন্দিরর জালনা তথা তিনোটি অশ্বযুক্ত এক রথর দৃশ্য।

অতএব এহি চিত্রতে জৈনমুনিঙ্ক দীক্ষাদেবার বর্ণ্ণনা অঙ্কিত হএথাকবা অনুমিত হএ।১২।

৬০০ থেকে ৬২৫ খ্রী.অ. মধ্যরে পল্লব বংশীয় রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মন ঙ্ক দ্বারা নিমিত পদ্মকোটাস্থিত (তামিলনাড়ুর পুঙ্কুকোট্টার জিল্লা অন্তর্গত) সতন্মবাসলিয় গুহা চিত্র জৈনকলার অপূর্ব নিদর্শন। এহি চিত্রগুডিকর ভাব আশ্চর্য্য ঢঙ্গরে স্স্কুট ও আকৃতি সজীব মনেহএ । সমস্ত গুম্স্কা কমলতে অলঙ্কৃত ।সম্মুখস্থ স্তস্কগুডিক কইঁফুল মালাতে সুসজিত। আভ্যন্তরীণ ছাত দেহতে পদ্মবন ও পুষ্করিণীর দৃশ্য অত্যন্ত চিতাকর্ষক। পুষ্করিণীরে হস্তী, জল বহঙ্গম, মৎস্য, কুমুদিনী ও পদ্মপুষ্কর শোভা বিদ্যমান। এক স্তস্কতে অপসরা ও ড়র্তকী ঙ্কর কমনীয় অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমতকার ভাবতে চিত্রিত হএছে । এহা মণ্ডোদক চিত্র। রাণী সংগে রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মন ঙ্ক সুন্দরচিত্র অঙ্কিত হএছে।১৪।

তিরুমলাই পুরম দিগম্বর জৈন মন্দির (খ্রী.অ ৭০০) চিত্রকলাতে বিমণ্ডিত ।১৫। তিরুমলাই পাহডতে কুণ্ডাবাই জিনালয়তে জৈনধর্মর সংকেত বিজয়চক্রর চিত্র অংকিত হএছে।১৬।

সচিত্র জৈনগ্রন্থ দুই প্রকার । প্রথম প্রকার সচিত্র জৈনগ্রন্থতে বিষয় বস্তুকে চিত্রদ্বারা ব্যাখ্যা হএছে। সমস্ত ধর্ম কথাকে চিত্রদ্বারা অভিব্যক্ত করাগেছে। এ শৈলীতে জৈন রামায়ণ ও ভক্তামর প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। ভক্তামরর প্রত্যেক শ্লোকতে ভাবকু এক এক চিত্রদ্বারা ব্যক্ত

করাগেছে।দ্বিতীয় প্রকার সচিত্র জৈনগ্রন্থতে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্রকরে বাহ্যচিত্র অঙ্কিত হএথাকে।এখানে বিষয়.সংগে চিত্রর সম্বন্ধ থাকেনা।বরং ওর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধী করবা জনে চিত্রগুডিক. অঙ্কিত হএথাকে।মুখ্যত দুট কারণ জনে মধ্যযুগীয় জৈন চিত্রকলা বিকাশ লাভ করতেপারছিল।প্রথমতঃ এ সময়তে প্রায় এক হজার বর্ষ পর্য্যন্ত জৈনধর্মর প্রভাব ভারত বর্ষতে সুবিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় ততকালীন রাজন্য ওসম্ভ্রন্ত বর্গঙ্ক পৃষ্ঠপোষকতারে বহু জৈনগ্রন্থ তালপত্রতে রচিত ও বিচিত্র হএছিল। বিশেষতঃ ওদের আনুকুল্যতে এ জৈনচিত্রকলা সৃষ্টি হএছিলনা আজকে আমাদের নিকটতে জৈনধর্মর কোন প্রমাণ মিলতনা। অতএব সংক্ষেপতে বোলাযেতেপারে মাধুর্য্য, ওজ, সজীবতা অনন্য সাধারণ নৈসগিক ভাব জৈন চিত্রকলাতে পূর্ণমাত্রাতে পরিস্স্কুট। বস্তুত মধ্যযুগীয় জৈন চিত্রকলার অনুশীলন দ্বারা জৈনধর্মর মহনীয়তা সম্যক উপলবধ হতেপারে।

জৈনচিত্রকলার পররা কেবল শ্বেতাম্বর স্রদায় মধ্যতে সীমিত ছিল। কারণ শ্বেতাম্বর স্রদায়র তত্বাবধানতে অর্হত ও তীর্থঙ্করঙ্ক চিত্রগুডিককু অলঙ্কৃত করবার অবসর চিত্রকরমানঙ্কু পর্য্যাপ্ত মাত্রাতে মিলতে সময়ে দিগম্বর স্রদায়তে তাহা মিলছিলনা।

নিশিথ চূর্ণ্ণা, অংগসূত্র, ত্রিশষ্টীশলাকা পুরুষ, উতরাধ্যয়ন সূত্র, কল্প সূত্র, সাবগপস্কিকমণ সূতচুন্মী, ইত্যাদি জৈনগ্রন্থ আজসুদ্ধা উপলবধ হএছে।

দিগম্বর স্রদায়র কতিপয় সাহিত্য কৃতিতে জৈন চিত্রকলার সুন্দর নমুনা মিলতেথাকে। করণানুযোগ সম্বন্ধী ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি, ত্রিলোকসার, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুডিকতে চিত্রকলার অনুপম নিদর্শন দৃষ্ট হএ। এসময়তে চিত্রকলা শৈলীর নামকরণ জৈন শৈলী রখাগেছে। কারণ বহু বিচিত্র অজৈন গ্রন্থ প্রাপ্ত হএছে যাহার চিত্র প্রবিধি পূর্বোক্ত চিত্রিত জৈন গ্রন্থতে উপলবধি হএ।যথা- বসন্ত বিলাস , বাল গোপাল স্তুতি ,গীত গোবীন্দ, দুর্গাসপ্তশতী, রতি রহস্য ইত্যাদি ভারতীয় কলার মর্মজ্ঞ বিদ্বান এন. সি. মেহেতা (১৯)এ কালর চিত্রকলা শৈলীকে গুজরাট শৈলী নামতে অভিহিত করছে।কিন্তু কালান্তররে এ প্রকার বহু গ্রন্থ গুজরাট ব্যতীত রাজপুতনা, মালব, জৌনপুর, পঞাবথেকে মিলেছে। অতএব কলাতত্ববিত আনন্দ কুমার স্বামী এহাকু পশ্চিম ভারতীয় শৈলী আখ্যা দিএছে।অবশ্য এ গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতথেকে মিলছে।

ওডিশার জৈন মন্দির

ওডিশার বিভিন্ন স্থানতে প্রাচীন মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক জৈন মন্দিরমান পরিদৃষ্ট হএ। এ জৈন মন্দিরগুডিক ওডিশার অন্যান্য মন্দির মতন সাধারণতঃ দুট অংশতে বিভক্ত। মুখ্য মন্দিরকে বিমান বোলাযাএ। সেথেকে দেব প্রতিমা পূজিত হএ। ৎতাহা সম্মুখস্থ মন্দিরকু মুখশালা বা জগমোহন বোলাযাএ। মুখ্য মন্দির রেখা দেউল ও জগমোহন পীঢ দেউল ভাবতে নির্মীত । মন্দিরর পরিধি গোলাকার হলে তাহা রেখা দেউল এবং তাহা পিরামিড মতন গোজীআ হলে তাকে পীঢ দেউল বোলাযাএ।অন্য এক বিশেষত্ব হল মন্দির অভ্যন্তর।এ অভ্যন্তরতে কোন কারুকার্য্য ছিলনা।তবে মন্দির বাইরদিগ নানা মনোরম চারুকলাতে অলঙ্কৃত। ওডিশার মন্দিরগুডিক দাক্ষিণাত্যর দ্রাবিড শৈলীতে গোপপুর যুক্ত নাথেকে নাগর শৈলীতে শিখর গ্রেণী অন্তর্ভুক্ত।তাইজনে আমার জৈন মন্দিরগুডিকর নির্মাণ শৈলীতে উতর ও মধ্যভারত, রাজস্থান তথা গুজরাটতে নির্মীত মন্দির শৈলীর সামঞ্জস্য রহেছে। ওডিশার শিখর গ্রেণীভুক্ত জৈন মন্দিরর আকৃতি রথাকার।এমন্দির গুডিক জৈন ধর্মর সমৃদ্ধ ও গৌরবময় পররার স্বাক্ষর বহন করে যুগে যুগে ওডিশা তথা ভারত ইতিহাসর পৃষ্ঠাকে মণ্ডন করে আসছে।

ভুবনেশ্বরস্থ বিশ্ব প্রসিদ্ধ জৈনক্ষেত্র খণ্ডগিরির শীর্ষরে ছবিল পারিপার্শ্ব মধ্যরে এক জৈন মন্দির অবস্থিত। এ মন্দিরটি কটক চৌধুরী বজারর পরওবরা বংশর ব্যবসায়ী মঞ্জু চৌধুরী এবং তাঙ্ক পুতুরা ভবনী দাদুঙ্ক দ্বারা ১৮০০ খ্রী.অ শেষতে নিমিত হএছিল।সে দুহেঁদিগম্বর জৈন স্রদায়র।

এ মন্দিরটি প্রচীন দেবায়তনর ভিতিভূমি তথা ভগ্নাবশেষ উপরে নিমিত হএথাকবা অনুমান করাযাএ। ১৮৩৭ খ্রী.অ তে ঐতিহাকি ও পত্নতত্ববিত যখনি খণ্ডগিরি পরিদর্শন করেছিল তখনি সে এহি প্রাচীন মন্দিরর কত নিদর্শন দেখেতে পেছিল।(৮)।খণ্ডগিরির মুকুট প্রায় প্রতীয়মান এহি মন্দিরকে যাবা জনে চারোটি পথ আছে- (ক) অনন্ত গুম্স্কার এক পথ, (খ) খণ্ডগিরি গুম্স্কার ডাএণে কাছে পাহাড থেকে কটা হএ থাকবা সোপন গ্রেণী, (গ) বারভুজী গুম্স্কা নিকট থেকে আহুরি উদ্ধর্ক্কগামী পাহাচ এবং (ঘ) শ্যামকুণ্ড থেকে এক উঠাণিআ রাস্তা। মন্দির নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে শতাধিক এক প্রস্তর বিশিষ্ট এবং এক পার্শ্বতে তীর্থঙ্কর মূর্তী শোভিত ছোট মন্দির বিক্ষিপ্ত ভাবতে অদ্যাপি পডেআছে। বৌদ্ধধর্মর মানসিক স্তূপদান সদৃশ সেগুডিক ততকালিন ধর্মপ্রাণ উপাসকরা প্রধান তীর্থস্থলতে দান করেছিল । সেগুডিক সুন্দর নাহলে মধ্য সেগুডিকর প্রাধান্য কম নুহেঁ। কারণ সেগুডিক এক রেখা দেউলর কল্পনা জনে উপাদান যোগাই থাকে। তীর্থঙ্কর মূর্তীযুক্ত এহি প্রস্তর খণ্ডমান পরিপূর্ণ্ণ সমতল ভূমিরনাম দেব সভা। তাহা মন্দিরর দক্ষিশ পশ্চিমতে অবস্থিত। পীঢ শৈলীতে এ মন্দির বিমান ও জগমোহনর উচ্চতা যথাক্রমে আঠ ও ছঅ মিটর। ঊন্বিবংশ শতাব্দিতে কাষ্ঠসনতে দণ্ডায় মান মহাবীরঙ্ক কলা মুগুনি পাথরতে নিমিত মূর্তী গর্ভগৃহতে প্রথমে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হএছিল। চলিত শতাব্দীর প্রারস্কতে ৫টি জৈনতীর্থঙ্কর মূর্তী এ মন্দিরতে প্রতিষ্ঠিত হল।৯। তবে অধুনা শংখমর্মর প্রস্তরতে নির্মীত রুষভনাথঙ্ক যোগাসন মূর্তী পূজিত হএছে ১৯৫০ মসিহাতে মন্দিরর ডাএণে পার্শ্বতে নির্মীত এক ক্ষুদ্র মার্বল মন্দিরতে পার্শ্বনাথঙ্ক এক

প্রকাণ্ড কৃষ্ণ মর্মর মূর্তী সংস্থাপিত হএছে।বাম পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরর বিগ্রহ কলিংগ জিন নামতে পূজিত হছে। ১০। ১৮২০ খ্রী.অ.তে খণ্ডগিরি পরিদর্শন করবা সময়ে এ মন্দির চতুর্স্খীগতে মুগুনি পাথরতে নির্মীত অনেক উলগ্ন জৈনমূর্তী ইতস্ততঃ ভাবে পোডেথাকবার লক্ষ করেছিল। ১১। বর্তমান সে সবুমূর্তী আউ দেখেতে মিলছেনা।সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়তে এ মূর্তীগুডিক সংগৃহিত হএ অন্যত্র পূজিত অথবা সংরক্ষিত হএছে।১২। মন্দির সম্মুখত পাহাড কটা হএ পচাশ ফুট বর্গাকার এক সুন্দর উচ্চ সমতল ছাত দেখতে মিলে। পদ্মপীঠ উপরে কায়োসর্গ মুদ্রা দণ্ডায়মান পার্শ্বনাথ মূর্তি মস্তকতে সপ্তফণাযুক্ত সর্প ছত্রকার ফণা বিস্তার করেছে । পার্শ্বনাথ সমগ্র শরীর আপদ মস্তক সর্পদ্বার পরিশেভিত । প্রত্যেক পার্শ্বর চৌরীধারী এবং চারটি তীর্থ মূর্তি উপবিষ্ট । পার্শ্বনাথ মূর্তি উর্দ্ধাশংতে উভয় পার্শ্ব হস্ততে পুষ্পমাল্য সহ বিদ্যাধর , করতাল ও হিন্দুবাদন করবা করতাল পদ্ম এবং চক আদি দ্বারা বিমণ্ডিত । শান্তিনাথ উভয় পার্শ্বতে চামরধারী দ্বয় হস্তিীপৃষ্ঠ দণ্ডায়মান হএ চামর চালনা কার্য্য নিযুক্ত হএছে । তীর্থর প্রভামণ্ডলতে নানা কারুকার্য্য পরিপূর্ণ্ণ । তার মস্তকতে কেণরাশি হএ মণ্ডলকার পডেছে । মস্তকর পশ্চাত ভাগতে ত্রিছত্র অতিক্রম করে কেবল বৃক্ষ রহেছে । উর্দ্ধ ভাগতে উভয় পার্শ্বতে গন্ধর্বগণ হস্ততে পুষ্পমাল্য ধারণ পূর্বক করতাল ও ঢোলবাদন করেছে ।

কটক সহর দ্বিতীয় মন্দিরটি জাউঁলিআ পটিতে অবস্থিত । এই দিগম্বর জৈন মন্দির এক বাসগৃহর অংশ বিশেষ । মন্দির কত তীর্থঙ্কর মূর্তি যথা - রুষভনাথ , পার্শ্বনাথ ও মহাবীর মূর্তি মধ্যযুগীয় । অন্য কত মূর্তি পাদপীঠ খোদিত লিপিতে সপ্তদশ ও অষ্টদশ খ্রীষ্টাব্দতে

নির্মতি বোলে জাণাযাএ । মূর্তগিুন ব্রেঞ এবং শংখমর্ম প্রস্তরতে নির্মতি । মনিদর চৈত্যাকর বিশিষ্ট মার্বল ফলকতে অঙ্কিত অদৃশ্য রুষভনাথ মূর্তি পূজিত হছে বোলে উল্লেখ যোগ্য । প্রকৃততে রুষভনাথ কুনু মূর্তি ফলক দৃষ্ট হএনা । তীর্থঙ্কর দণ্ডায়মান হবা অংশটি খোলা হবা যনে জুন প্রকৃত মূর্তি পরিবর্তে অদৃশ্য মূর্তি পরিকলপনা করাযাএ । বেঙ্গল-বিহার -ওডিশা দিগম্বর জৈন তীর্থ ক্ষেত্র কমিটি কলিকতার প্রত্যক্ষ তত্বাবদানতে চৌদুরীবজার ও জাউঁলিআপটি মন্দির দুটি রক্ষণাবেক্ষণ হছে ।

স্বর্গত পদ্মশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সাহুর মাতা আজকে প্রায় ষাঠ বর্ষ পূর্বে চৌদুআরকাছে এক ক্ষুদ্র জৈন মন্দির নির্মাণ করেছিল । উভয় রেখা ও ভদ্র শৈলীতে নির্মিত এই ক্ষুদ্র মন্দির ওডিশার বিভিন্ন স্থানতে সংগৃহিত কত জৈন মূর্তি সংরক্ষিত হএছে । তার মধ্য রুষভনাথ মূর্তি হছে এই মন্দির মুখ্য দেবতা । তার পাদ পীঠতে নিম্নতে বৃষভ লাঞ্ছন পরিদৃষ্ট হএ । উভয় পার্শ্বতে চামর ভরত ও বাহুবলী দণ্ডায়মান । স্বর্গত সাহুর মাতা শিবর উপাসক ছিল । তবে সে রুষভনাথ জটাজট যুক্ত , সর্পফণা দ্বারা আছাদিত এবং ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিত পূর্বক শিব প্রতিমা স্বরূপ পূজা করছিল ।

ভুবনেশ্বর -কটক জাতীয় রাজপথতে অবস্থিত ভাণপুর গ্রামতে কাঙ্গালি ভট্ট দ্বারা ১৯৭০ তে নির্মতি এক ক্ষুদ্র ব্রেঞ মূর্তি অধিষ্ঠিত হএছে । সেগুন হল চারটি মহাবীর ও এক পার্শ্বনাথ মূর্তি । এক কেনাল খুলবা সময় কুআখাই নদী নিকটে এই মূর্তি মিলেছিল । (১৭)

এই সব জৈন মন্দির , স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কীর্তি ওডিশার জৈনধর্ম

, কলা ও সংস্কৃতি শাশ্বত নিদর্শন রূপে বিদ্যমান । তাই জৈনধর্মর ইতিবৃত তথা ওডিআ জাতির গরিমাময় সংস্কৃতকে গৌরব মণ্ডিত করেছে ।